প্রকাশনার ৮৬ বছর

সাপ্তাহিক

প্রতিবেশী

সংখ্যা : ২৪ | ১৯ - ২৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নিষ্ঠাবান সেবার স্বীকৃতি: মন্সিনিয়র ও বেনেমেরেন্তি উপাধি

খ্রিস্টান নির্যাতন: ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কলঙ্কের তিলক

একটি মোবাইল বনাম অসহায় পিতামাতা

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

জেরোম সরকার
জন্ম : ৩০ আগস্ট, ১৯৩৫
মৃত্যু : ২২ জুলাই, ২০১৭
স্ত্রী : মারীয়া সরকার (প্রয়াত)
কনিষ্ঠ সন্তান : হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার (প্রয়াত)
পিতা : জন সরকার (প্রয়াত)
মাতা : আন্না অপর্ণা সরকার (প্রয়াত)

Our Hero

You held our hands when we were small
You caught us when we fell
You're the **H**ero of our childhood
And our later years as well

And every time we think of you
Our **H**earts still fill with **Pride**
Though we'll always miss you **Papa**
We know you're by our sides

In laughter and in sorrow
In sunshine and through rain
We know you're watching over us
Until we meet again.

কর্মজীবন এবং যে সকল সংস্থা/সংগঠনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন:

- তদানীন্তন Glaxo Pharmaceutical Company - তে চাকুরী জীবনের শুরু।
- স্বাধীনতার কিছুদিন পর RDRS এ যোগদান করেন। দিনাজপুর এবং রংপুরে কর্মরত ছিলেন অনেক দিন। শেষ বছরগুলোতে ঢাকাতে প্রধান কার্যালয়ে REDU (Research, Evaluation & Documentation Unit) এ কাজ করেন। চূড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণ করেন 'উপদেষ্টা' হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায়।
- লক্ষ্মীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশ গির্জার ছোটদের LEGION OF MARY এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অনেক বছর। পালকীয় পরিষদের সদস্যও ছিলেন দীর্ঘ সময়।
- কারিতাস বাংলাদেশের GB এবং EB এর সদস্য ছিলেন বেশ কয়েক বছর।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি এর ফাউন্ডার সদস্যদের একজন / দ্বিতীয় (১৯৭০-৭১) ও তৃতীয় (১৯৭১-৭৩) প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন ঢাকাতে এক সময় একজন ডিরেক্টর এবং ক্রেডিট কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন।
- Wari Christian Cemetery এর Secretary হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন প্রায় ১৫ বছর।
- ঠাকুরগাঁতে কর্মরত অবস্থায় অনেক আদিবাসীর কর্মসংস্থান করেছেন এবং তাদের কয়েকজনকে নিয়ে গির্জার গানের দল গঠন এবং পরিচালনা করেন।
- তিনি একজন সংগীত অনুরাগী ছিলেন, লক্ষ্মীবাজারস্থ পবিত্র ক্রুশের গির্জার ইংরেজী গানের দলকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং তাদের সহযোগী হিসাবে সব সময় অংশগ্রহণ করেছেন।
- অবসর গ্রহণ করার পর কিছুদিন তিনি Missionaries of Charity (MC) এবং RNDM - এর ASPIRANT এবং NOVICE - দের মৌখিক ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্বও পালন করেন।
- বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন ইংরেজী দৈনিক The Daily Star, সাপ্তাহিক Dhaka Courier - এ এক সময় লেখালেখি করতেন।

কয়েক বছর আগে, আমেরিকান লেখক David Beckmann এর লেখা বই Exodus from Hunger: We are called to change the Politics of Hunger-এ ছাপানোর জন্য JEROME SARKAR কে নিজের জীবন সম্পর্কে একটা লেখা পাঠাতে বলেন। পরে লেখাটি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়। সেই লেখাটির অংশবিশেষ নিচে মুদ্রণ করা হলো যা JEROME SARKAR এর জীবন সম্পর্কে ধারণার প্রতিফলক:

"I started my life in poverty and now, though not a moneyed man, I am contented. I have been enriched by life's experiences through thick and thin. Faith in my Creator, courage to accept help from friends, and a growing sense of responsibility toward others have led me to meaningful living and satisfaction.

Looking back, I offer these observations:

a. Poverty is not a curse. Poverty brings us closer to Almighty God. Bangladesh is home to millions of poor people and the poor know that God is with them, Who else do they need?
b. Friendship between the wealthy and the poor can benefit both. The wealthy can help the less fortunate better their living condition and, in the process, find meaning as a worker in God's plan.
c. Bangladesh was known by the whole world as the poorest of the poor. Despite many flaws even today, Bangladesh has made tremendous strides toward development over the years.
d. The United States was always considered the most powerful and wealthy nation. Americans always had their say about the poverty, backwardness, and rights conditions in other countries. Nobody ever dared to talk about them. Interestingly, today, even in Bangladesh, conscious groups talk about poverty in America, human rights violation by Americans, and under development in certain sections of the American community. Yet the process of introspection has started, and some Americans are taking steps to veer the ship to the right direction for the U.S.A. and the globe at large."

সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জনদের প্রতি আমাদের পাপা/দাদা/নানার আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনার অনুরোধ রাখছি। আমাদের জন্যও প্রার্থনা করবেন, আমরা যেন তাঁর গড়া পরিবারের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারি।

কৃতজ্ঞতায়,
জন-বেবী, কৃপা, তীর্থ এবং অর্ঘ্য
ফিলিপ-জয়া, এলেন এবং এঞ্জেলা
মালা-মিঠু এবং আর্থার

বিজ্ঞ/১৪২/২৬

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ২৪
১৯ জুলাই - ২৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০৪ শ্রাবণ - ১০ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া

মারলিন ক্লারা বাড়ৈ

থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা

নব কস্তা

বিশাল এভারিশ পেরেরা

অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা

পিতর হেম্ব্রম

সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

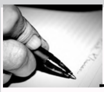

সম্পাদকীয়

কষ্ট-নির্যাতনের সময় সেবায় নিষ্ঠাবান হলে স্বীকৃতি আসবেই

খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যিশু কখনো তাঁর অনুসারীদের সহজ জীবনের প্রতিশ্রুতি দেননি। বরং তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, "তারা যদি আমাকে নির্যাতন করে থাকে, তবে তোমাদেরও নির্যাতন করবে" *(যোহন ১৫:২০)*। এই কথা শুধু প্রথম শতাব্দীর খ্রিস্টানদের জন্য নয়; বরং যুগে যুগে প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীর জন্যই প্রযোজ্য। তাই খ্রিস্টীয় জীবনে নির্যাতন, অবহেলা, ভুল বোঝাবুঝি কিংবা কষ্ট কোনো ব্যর্থতার চিহ্ন নয়; বরং অনেক সময় তা বিশ্বাসীয় জীবনে বিশ্বস্ততারই প্রমাণ দানের সুযোগ।

আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শত-সহস্র খ্রিস্টান তাঁদের বিশ্বাসের কারণে নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। কেউ প্রাণ হারাচ্ছেন, কেউ কারাবরণ করছেন, কেউ বা সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। কিন্তু এসব প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁরা সুসমাচারের সাক্ষ্য বহন করে চলেছেন।

খ্রিস্ট মণ্ডলীর ইতিহাসও সেই সত্যের সাক্ষ্য দেয়। প্রথম সাক্ষ্যমর সাধু স্তেফান থেকে শুরু করে অগণিত সাক্ষ্যমরগণ তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের রক্ত মণ্ডলীর পরাজয়ের নয়, বরং বৃদ্ধির ভিত্তি হয়েছে। তাই খ্রিস্টীয় সেবার প্রকৃত মূল্য কখনো তাৎক্ষণিক নয়; বরং দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ততা, আত্মত্যাগ এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিচল আস্থা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীতেও আমরা এই সত্যের এক সুন্দর প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি। বরিশাল ধর্মপ্রদেশের প্রবীণ যাজক ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ পোপ চতুর্দশ লিওর কাছ থেকে "মন্সিনিয়র" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। আবার অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিয়েচারের তিনজন স্থানীয় কর্মী–জাকারিয়া ফেলিক্স ডি'কস্তা, নিরেন ভিনসেন্ট গোমেজ এবং সুচিত্রা সিসিলিয়া নাফাক–পোপীয় "বেনেমেরেন্তি" সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। এই সম্মাননাগুলো কেবল ব্যক্তিগত অর্জন নয়; বরং নীরব, নিষ্ঠাবান ও দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সেবার প্রতি মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বেনেমেরেন্তি সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কেউ বিশপ নন, কেউ বিখ্যাত প্রচারক নন, কেউ পরিচিত নেতা নন। তাঁরা একজন বাবুর্চি, একজন গাড়িচালক এবং একজন ওয়েট্রেস ও লন্ড্রি-সহকারী। তাঁদের প্রতিদিনের দায়িত্ব ছিল নীরবে নিজের কাজটি সততা, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পন্ন করা। হয়তো তাঁদের নাম খুব কম মানুষ জানতেন; কিন্তু তাঁদের সেবা ঈশ্বর এবং মণ্ডলীর চোখ এড়িয়ে যায়নি। এ যেন যিশুর সেই শিক্ষা– "যে অতি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে অনেক বিষয়েও বিশ্বস্ত" *(লুক ১৬:১০)*।

আজকের সমাজে আমরা প্রায়ই তাৎক্ষণিক সাফল্য, দ্রুত পরিচিতি এবং বাহ্যিক স্বীকৃতির পেছনে ছুটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে অনেকেই মনে করেন, প্রচারই যেন প্রকৃত মূল্যায়নের একমাত্র পথ। কিন্তু খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঈশ্বর মানুষের বাহ্যিক সাফল্য নয়, হৃদয়ের বিশ্বস্ততা দেখেন। তাই নীরবে সম্পন্ন করা একটি সৎ কাজও তাঁর কাছে অমূল্য।

প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস নির্যাতিত খ্রিস্টানদের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, "আজ খ্রিস্টধর্মের প্রথম শতাব্দীগুলোর তুলনায় আরও বেশি সাক্ষ্যমর রয়েছেন।" তাঁর এই বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়–সত্যিকার খ্রিস্টীয় জীবন সব সময়ই সংগ্রামের। কিন্তু সেই সংগ্রাম কখনো অর্থহীন নয়। কারণ ঈশ্বর তাঁর আপন সময়ে তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের সম্মানিত করেন।

মণ্ডলীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যারা প্রতিকূলতার মধ্যেও বিশ্বস্ত থেকেছেন, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত মানুষের শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করেছেন। সব স্বীকৃতি পদক বা উপাধি হয়ে আসে না; অনেক স্বীকৃতি মানুষের হৃদয়ে, আবার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে।

বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর এই সাম্প্রতিক সম্মাননাগুলো আমাদের প্রত্যেককে নতুন করে অনুপ্রাণিত করুক। আমরা; যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, ক্যাটেখিস্ট, শিক্ষক, ব্লককর্মী, গৃহিণী, যুবক-যুবতী কিংবা সাধারণ খ্রিস্টভক্ত হিসেবে যেভাবেই সেবা করি– আমাদের প্রত্যেকের কাজ যেন হয় নিষ্ঠা, সততা, বিনয় ও ভালোবাসার সঙ্গে। কারণ খ্রিস্টের রাজ্যে কোনো সেবাই ছোট নয়।

নির্যাতন ও কষ্টের পথ হয়তো কঠিন, কিন্তু সেই পথেই গড়ে ওঠে প্রকৃত খ্রিস্টীয় চরিত্র। আর যারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকে, তাদের জন্যই প্রযোজ্য প্রভুর সেই চিরন্তন আহ্বান–"ভালো করেছ, বিশ্বস্ত ও উত্তম দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলে, আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের দায়িত্ব দেব। এসো, তোমার প্রভুর আনন্দে অংশগ্রহণ কর" *(মথি ২৫:২৩)*। †

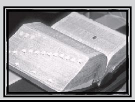

ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। (মথি ১৩:৪৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

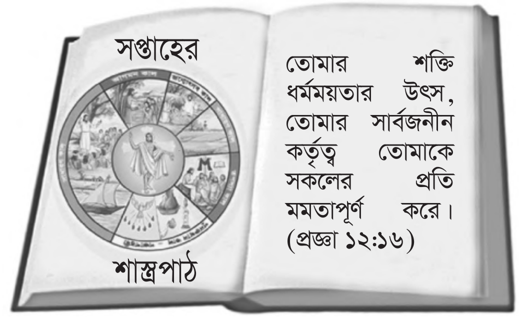

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ জুলাই - ২৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৯ জুলাই, রবিবার
সাধারণকালের ১৬তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
প্রজ্ঞা ১২: ১৩, ১৬-১৯, সাম ৮৬: ৫-৬, ৯-১০, ১৫-১৬, রোম ৮: ২৬-২৭, মথি ১৩: ২৪-৪৩ (সংক্ষিপ্ত ২৪-৩০)

২০ জুলাই, সোমবার
সাধারণকালের ১৬তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু আপোল্লিনারিস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর
মিখা ৬: ১-৪, ৬-৮, সাম ৫০: ১, ৫, ৭-৮, ১৬-১৭, ২১, ২৩, মথি ১২: ৩৮-৪২

২১ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১৬তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
ব্রিন্ডিসি-এর সাধু লরেন্স, যাজক ও আচার্য
মিখা ৭: ১৪-১৫, ১৮-২০, সাম ৮৫: ১-৭, মথি ১২: ৪৬-৫০

২২ জুলাই, বুধবার
সাধারণকালের ১৬তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধ্বী মারীয়া মাগ্‌দালেনা, পর্ব
পরম ৩: ১-৪ (বিকল্প: ২ করি ৫: ১৪-১৭), সাম ৬৩: ১-৫, ৭-৮, যোহন ২০: ১-২, ১১-১৮

২৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১৬তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সুইডেনের সাধ্বী ব্রিজেট, সন্ন্যাসব্রতী
জেরে ২: ১-৩, ৭-৮, ১২-১৩, সাম ৩৬: ৫-১০, মথি ১৩: ১০-১৩

২৪ জুলাই, শুক্রবার
সাধারণকালের ১৬তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু শার্বেল মাখ্‌লুফ, *যাজক*, সাধ্বী খ্রীষ্টিনা, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
জেরে ৩: ১৪-১৭, সাম জেরে ৩১: ১০-১৩, মথি ১৩: ১৮-২৩

২৫ জুলাই, শনিবার
সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত, *পর্ব*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান
২ করি ৪: ৭-১৫, সাম ১২৬: ১-৬, মথি ২০: ২০-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৬৩ ফা. মাসসিমো তেরুজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০০ ফা. ফিলিপ পেইয়োঁ (চট্টগ্রাম)
+ ২০২১ সি. মেরী সহায়, এসএমআরএ (ঢাকা)

২০ জুলাই, সোমবার
+ ১৯৭১ ব্রা. আম্ব্রোয়াজ দিয়ন, সিএসসি
+ ২০০৫ সি. মেরী এ্যান, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১২ সি. ফিলোমিনা কুইয়া, সিএসসি (ইউএসএ)
+ ২০১৭ সি. মেরী জেভিয়ার, আরএনডিএম
+ ২০২৪ ফা. টমাস এইচ. ম্যাকডার্মট, সিএসসি (ঢাকা)

২১ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৯ সি. মেরী এলিজাবেথ, এসএমআরএ (ঢাকা)

২২ জুলাই, বুধবার
+ ২০১৪ সি. মেরী সেলিন রিবেরু, আরএনডিএম (ঢাকা)
+২০০৬ সি. মেরী কনসেপ্তা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ২০২০ সি. জ্যোৎস্না আল্পনা, আরএনডিএম (ঢাকা)

২৪ জুলাই, শুক্রবার
+ ২০১৫ ফা. বকুল এস. রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

২৫ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৫৪ ফা. থোমাসো কাত্তানেও (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ফা. জন কেইন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ ফা. ইউজিন ই. হোমরিক, সিএসসি (ময়ঃ)

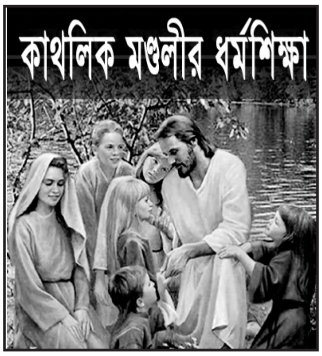

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২২২ মা-বাবাকে তাদের সন্তানদের অবশ্যই ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদেরকে মানব ব্যক্তিরূপে মর্যাদা দেয়া আবশ্যক। স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছার প্রতি নিজেরা বাধ্য হয়ে, তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয় ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে।

২২২৩ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব হচ্ছে প্রথমতঃ পিতামাতদের। তারা তাদের এই দায়িত্ব পালনের সাক্ষ্য দেয় প্রথমতঃ একটি গৃহ রচনা ক'রে যেখানে স্নেহ-ভালবাসা, ক্ষমা, শ্রদ্ধাবোধ, বিশ্বস্ততা এবং স্বার্থহীন সেবাই হয়ে ওঠে স্বাভাবিক নিয়ম। সদ্‌গুণাবলীতে শিক্ষালাভের জন্য বাড়ীই সবচাইতে উপযুক্ত স্থান। এর জন্য প্রয়োজন হয় আত্মত্যাগ, সদ্বিচার, এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা – এগুলোই হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতার পূর্বশর্তসমূহ। পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের শিখাতে হবে, "কিভাবে জাগতিক এবং প্রকৃতিগত বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলো অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা বশীভূত করা যায়।" মা-বাবার গুরু দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সন্তানদের সামনে ভাল আদর্শ তুলে ধরা। ছেলেমেয়েদের কাছে নিজেদের ব্যর্থতা-দুর্বলতা স্বীকার করার কৌশল জানার মাধ্যমেই বাবা-মা তাদের অধিকতর ভালভাবে পরিচালনা ও সংশোধন করতে পারবে:

"নিজের সন্তানকে যে ভালবাসে, সে প্রায়ই তাকে কশাঘাত করে, ...নিজের সন্তানকে যে শাসন করে, সে নিজের উপকৃত হবে।"

"আর তোমার, পিতারা, তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের পথে তাদের মানুষ কর।"

২২২৪ বাড়ী হচ্ছে এমন স্বাভাবিক পরিবেশ যেখানে একজন ব্যক্তি সকলের সাথে একাত্ম হতে এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে শিখে। মা-বাবার উচিত সন্তানদেরকে সমঝোতা এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর মন্দ প্রভাব পরিহার করতে শিক্ষা দেওয়া।

২২২৫ বিবাহ-সংস্কার অনুগ্রহের দ্বারা মা-বাবা *তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করার* দায়িত্ব ও অধিকার পেয়েছেন। সন্তানদের কঁচি বয়সেই বাবা-মার উচিত তাদের বিশ্বাসের রহস্য শেখানো, কারণ তারাই তাদের সন্তানদের কাছে "প্রথম বার্তাবাহক"। তাদের উচিত ওদের কঁচি বয়স থেকেই মাণ্ডলিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। একটি সুষ্ঠ পারিবারিক জীবনই পারে অন্তরের গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করতে যা জীবন্ত বিশ্বাস-গঠনে খাঁটি প্রস্তুতি এবং সারা জীবনের সম্বল হয়ে থাকবে।

২২২৬ শৈশবকাল থেকেই বাবা-মার উচিত শিশুকে *বিশ্বাসের শিক্ষাদান* আরম্ভ করা। এ কাজ আরম্ভ হয় তখনই, যখন পরিবারের সদস্যরা একজন আরেকজনকে বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে বিশেষভাবে সসমাচরের মূল্যবোধে খ্রীষ্টীয় জীবনের সাক্ষ্য দ্বারা। ধর্মশিক্ষাদান বিশ্বাসের অন্য সব ধরনের শিক্ষার পুরোগামী ও সহগামী হয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। মা-বাবার কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদেরকে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেয়া এবং ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে তাদের আহ্বান আবিষ্কার করতে সাহায্য করা। ধর্মপল্লী হচ্ছে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় সমাজ এবং খ্রীষ্টীয় পরিবারগুলোর আনুষ্ঠানিক উপাসনা জীবনের প্রাণকেন্দ্র। ধর্মপল্লীই সেই সর্বোত্তম স্থান যেখানে সন্তান ও মা-বাবাকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায়।

২২২৭ ছেলেমেয়েরাও আবার তাদের বাবা-মাকে পবিত্রতায় বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। অপরাধ, ঝগড়া-বিবাদ, অন্যায্যতা এবং অবহেলার জন্য প্রত্যেককেই উদারভাবে ক্ষমাশীল হতে হবে। পারস্পরিক স্নেহ-মমতাই তা দাবি করে। খ্রীষ্টীয় ভালবাসার দাবিও তা–ই।

২২২৮ ছোটবেলায় সন্তানদের গঠনদানের জন্য এবং তাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটানোর জন্য বাবা-মা যে সেবাযত্ন দেন তার মধ্যে দিয়েই তাদের প্রতি তাদের দরদ ও ভালবাসা প্রকাশ পায়। ছেলেমেয়েরা যখন বড় হতে থাকে, তখন একই দরদ এবং ভালবাসা মা-বাবাকে অনুপ্রাণিত করে তাদের বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দিতে।

যে ওষ্ঠ সংযত রাখে, সে সদ্বিবেচক

(মূল পাঠঃ প্রবচনমালা ১০:১৯)

ক্ষুদীরাম দাস

বাংলা বচন আছে, "মুখ থেকে কথা ছুটে গেলে আর বন্দুক থেকে গুলি বের হয়ে গেলে, তা আর ফেরানো যায় না, যা ঘটার তাই ঘটে যায়।" অনেক সময়ই দেখবেন কোনো মানুষ খুব ছোট একটি চাকরি করছেন আপনার বা আমার অফিসে, কিন্তু তার আচার-আচরণ খুবই ভদ্র ও পরিশীলিত। তার সততা অনেক বড় চাকুরিজীবির চাইতে বেশি। খোঁজ করে দেখবেন সেই ব্যক্তি হয়তো দরিদ্র পরিবারের সন্তান বলে পড়াশোনা শিখে বড় কোনো চাকরি করতে পারেননি কিন্তু পারিবারিক শিক্ষা তাকে একজন বড় মানুষে পরিণত করেছে। এই আচরণ খুব সাধারণ যেকোনো পেশাজীবী মানুষের মধ্যেও দেখতে পারবেন। শুধু বই মুখস্থ করে, পরীক্ষায় জিপিএ বাড়িয়ে, কর্মক্ষেত্রে চটকদার প্রেজেন্টেশন দিয়ে বা গড়গড়িয়ে ইংরেজি বলে আপনি হতে পারেন অনেক বড় চাকুরে, অফিসের কাণ্ডারি, ক্ষমতাধর আমলা, বড় কোনো ব্যবসায়ী, নামকরা পেশাজীবি অথবা শিক্ষক বা সাংবাদিক। কিন্তু এই আপনিই যদি মানুষের মনের কাছে পৌঁছুতে না পারেন, তাহলে অর্জন হয়ে যেতে পারে ষোল আনাই মিছে। বেফাঁস মন্তব্য করে ব্যাপক সমালোচনার মুখে কেউ কেউ গণমাধ্যমের ওপর দোষ চাপান। বলেন, মিডিয়ায় বক্তব্য বিকৃত বা খণ্ডিতভাবে এসেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কথা ধোপে টেকে না, কারণ সবকিছুরই প্রমাণ থাকে। জিহ্বাকে বশে রাখার প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়ে জ্ঞানী রাজা বলেন, "অধিক কথনে অধর্মে অভাব নেই, যে ওষ্ঠ সংযত রাখে, সে সদ্বিবেচক" *(প্রবচনমালা ১০:১৯)*। মুখের বুলি আর বন্দুকের গুলি দুই-ই এক। এটা ভাল কাজেও ব্যবহার করা যায় আবার খারাপ কাজেও। সুতরাং সাবধান এই দুইটা জিনিস যত কম ব্যবহার হবে ততই সবার জন্য মঙ্গল। আগে তবু মুখের কথা বলে অস্বীকার করার সুযোগ ছিল। কিন্তু ডিজিটাল দুনিয়ায় এখন আর অস্বীকার করারও সুযোগ নেই। অডিও বা ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেলেই শেষ। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার মুখের কথা। বেশি পেছনে যাওয়ার দরকার নেই।

জ্ঞানহীন মানুষ পৃথিবীর বোঝা ও পশুর সমতুল্য মন্তব্য করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. অনুপম সেন বলেছেন, জ্ঞানহীন মানুষ অনেক সময় ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠে। তাদের কারণে পৃথিবীর অনেক ক্ষতি হয়, মানবতা পদদলিত হয়। এই জ্ঞানই মানুষকে সুন্দর ও সভ্য করে এবং পৃথিবীকে রাখে নিরাপদ। মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করা জ্ঞানী মানুষ ছাড়া তা সম্ভব নয়। জ্ঞানী মানুষ মানবতার উত্তম সেবক। তাঁরা পরার্থে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে মানবজনম সার্থক করেন। আসলে জীবনে জ্ঞান ছাড়া একজন মানুষ এবং পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কেননা এই পৃথিবীতে যারা সঠিক জ্ঞান অর্জন করে তারা কিন্তু সবসময় উন্নত চিন্তা ভাবনা নিয়ে উপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর যারা জ্ঞানহীন লোক তারা কিন্তু তাদের সেই অলস মস্তিষ্ক নিয়ে তারা কখনো উন্নত জীবনে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে না। তারা অন্যান্য প্রাণীদের মত শুধুমাত্র বর্তমান জীবনটাকেই আঁকড়ে ধরে বসবাস করার চেষ্টা করে। আসলে জ্ঞান যে মানুষের জীবনে কতটা প্রয়োজন তা একজন জ্ঞানী লোক ছাড়া অন্য কেউ আর কখনো বুঝতে পারে না। কেননা আমরা দেখেছি যে যারা জ্ঞানহীন মানুষ তারা মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলবে এবং কিভাবে আচরণ করবে তা কিন্তু তারা কখনো বুঝে উঠতে পারে না। আর এজন্য জ্ঞানহীন মানুষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করা সময় নষ্ট। তার মুখ "নির্বোধের মুখ মূর্খতা ব্যক্ত করে।" *(প্রবচনমালা ১৫:২)* তার মানে এই নয় যে, প্রত্যেক বাচাল ব্যক্তিই বোকা। কিন্তু, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে সে কত সহজেই না ক্ষতিকর সমালোচনা অথবা গুজব ছড়ানোর এক মাধ্যম হয়ে পড়তে পারে! প্রায়ই বোকার মতো কথা বলার ফলে সুনাম নষ্ট হয়, দুঃখ পেতে হয়, সম্পর্ক খারাপ হয় ও এমনকি শারীরিক দিক দিয়েও ক্ষতি হতে পারে। "অধিক কথনে অধর্মের অভাব নেই" *(প্রবচনমালা ১০:১৯)* কমবেশি প্রতিবার ঝগড়ার মূলে থাকে দুই পক্ষের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ যোগাযোগের অভাব। মনোযোগ ও ধৈর্য ধরে অপরের কথা শুনলে সহজেই অনেক ঝগড়ার সমাধান করা সম্ভব। ঝগড়ার সময় সবাই বেশ আবেগতাড়িত থাকেন। আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেকেই নিজেদের মনের কথা ঝগড়ার সুরে হলেও খুলে বলেন। তাই ঝগড়ার সময় অন্তত অপর পক্ষকে কথা বলার সুযোগ দিন। প্রয়োজনে নিজের অবস্থানও খুলে বলুন। ফলে দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থান বুঝতে সমর্থ হবে। এছাড়া, যে ব্যক্তি সব ব্যাপারে কথা বলতে চায়, এইরকম ব্যক্তির উপস্থিতি খুবই বিরক্তিকর। তাই, আসুন আমরা যেন অতিরিক্ত কথা না বলি। মুখ খোলার আগে দশবার ভাবা উচিত। এটা সব মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই কথা বলার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। বিনয়ী হতে হবে। কথায় আছে, 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'। সবাইকেই কমবেশি মুহূর্তের এই আবেগ, অনুভূতির কাছে হার মানতে হয়। আর ঝগড়ার সময় মেজাজ হারানোই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ঝগড়ার সময়েই মেজাজ রাখতে হয় শান্ত। ধীরে সুস্থে খুঁজতে হয় সমস্যার সমাধান। নাহলে শুধু কথায় কথা বাড়বে, সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। জেনে নিন কীভাবে ঝগড়ার সময় নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করবেন।

মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা ছাড়াও, যে ব্যক্তি তার ওষ্ঠ দমন করেন তিনি বুদ্ধিমান। কিছু বলার আগে তিনি চিন্তা করেন। যিহোবার মানগুলোকে ভালবাসার ও তার সহ মানবদেরকে সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছার দ্বারা প্রেরণা পেয়ে তিনি অন্যদেরকে কিছু বলার আগে ভেবে দেখেন যে, সেই কথাগুলো তাদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে। তার কথার মধ্যে প্রেম ও দয়া থাকে। তিনি যা বলেন সেই কথ াগুলোকে কীভাবে আগ্রহজনক ও গঠনমূলক করা যায়, তা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন। তার কথাগুলো "উপযুক্ত সময়ে দেওয়া বাণী রুপোর থালার উপরে বসানো সোনর ফলের মত।" *(প্রবচনমালা ২৫:১১)* কথায় আছে, বন্দুকের গুলি আর মুখের বুলি একবার বেরিয়ে গেলে তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আর ঝগড়ার সময় প্রতিটি শব্দের মূল্য বেড়ে যায় বহুগুণ। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম শব্দের আঘাত মনে লেগে থাকে অনেক দিন। যে কারণে ঝগড়ার সময়ে শব্দচয়নের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন। কী বলবেন, কী বলবেন না, ভেবে কথা বলুন। কারণ, আপনার একটি শব্দই বহু বছরের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। ঝগড়ার সময়ে প্রত্যেকের মনই বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। অশান্ত মনে স্বাভাবিকভাবে একে অপরের কথা শোনা কিংবা বোঝা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। তাই ঝগড়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে শান্ত করুন। বড় বড় শ্বাস নিন, নিজেকেই নিজে শান্ত করার চেষ্টা করুন। এতে করে যেমন অনাকাঙ্ক্ষিত বাক্যব্যয় থেকে দূরে থাকা যায়, তেমনই শান্তভাবে বসে অপর পক্ষের কথাও বোঝা যায়। অনেকেই ঝগড়া করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যান যে তাঁদের

কাছে ঝগড়ার সমাধান নয়, বরং জয়টাই মুখ্য হয়ে ওঠে। নিজের অবস্থান বোঝানোর চেয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে ঝগড়ায় নিজের জয়। এতে করে কথায় কথায় কথা বেড়ে শুধু সময়ের অপচয়ই হয়, কোনো সমাধান আর আসে না। তাই মাথা ঠান্ডা করে সমাধান খুঁজুন।

শলোমন বলেন, "উৎকৃষ্ট রুপোই ধার্মিকের জিহ্বা, দুর্জনদের হৃদয়ের মূল্য বরং অসার।" *(প্রবচনমালা ১০:২০)* মুখ ও কথার দ্বারা মানুষের মনোভাব ভালো কিংবা মন্দ; তা প্রকাশ পায়। নিয়ন্ত্রণহীন কথা ও মুখ অন্যায় সংঘটিত হওয়ার উৎস। মানুষের মুখ ও মুখের কথা ঠিক তো তার যাবতীয় বিষয় ঠিক। ব্যভিচার প্রতিরোধে মুখ ও মুখের কথার ভূমিকা রয়েছে। মুখ ও মুখের কথার দ্বারাই তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায়। অন্তর হচ্ছে ডেগের (বড় পাতিলের) ন্যায়। তাতে যা রয়েছে অথবা দেয়া হয়েছে তাই রান্না হতে থাকবে। বাড়তি কিছু নয়। আর মুখ হচ্ছে চামচের ন্যায়। যখন কেউ কথা বলে তখন সে তার মনোভাবই ব্যক্ত করে। অন্য কিছু নয়। যেভাবে আপনি কোনো পাত্রে রাখা খাদ্যের স্বাদ জিহ্বা দিয়ে অনুভব করতে পারেন ঠিক তেমনিভাবে কারোর মনোভাব আপনি তার কথার মাধ্যমেই টের পাবেন। সুতরাং কখনো অযথা কথা বলা যাবে না। যদি কখনো অন্তরে কোনো কথা বলার ইচ্ছা জাগে; তাহলে আগেই চিন্তা করতে হবে যে, এ কথার দ্বারা কোনো উপকারিতা আছে কিনা? যদি তাতে কোনো ধরনের উপকারিতা না থাকে তবে তা থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ কোনো কথা না বলা। আর যদি তাতে কোনো ধরনের উপকারিতা থাকে তবে দেখতে হবে এ কথার চেয়ে আরো লাভজনক কোনো কথা আছে কি না? যদি থেকে থাকে তাহলে তাই বলবে। অন্য কোনো কথা নয়। ধার্মিক ব্যক্তি যা বলেন তা খাঁটি, অত্যন্ত উচ্চ মানের, পরিশোধিত রূপোর মতো, যেটাতে কোন খাদ নেই। এটা বিশেষ করে জিহ্বার দাসদের প্রতি সত্য যখন তারা ঈশ্বরের বাক্যের জীবন-রক্ষাকারী জ্ঞান অন্যদেরকে জানান। তাদের সর্বমহান শিক্ষক জিহ্বা ঈশ্বর তাদেরকে শিক্ষিত করেছেন। সত্যিই, তাদের জিহ্বা যখন অন্যদেরকে বাইবেলের সত্য জানায়, তখন তা উচ্চ মানের রূপোর মতোই হয়। দুষ্ট লোকেদের কুমন্ত্রণার চেয়ে সৎ ব্যক্তিদের জন্য তাদের কথাগুলো কত হাজার গুণ বেশি মূল্যবান! আসুন আমরা ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর চমৎকার কাজগুলো সম্বন্ধে বলতে তৎপর হই।

ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের আশেপাশের লোকেদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। শলোমন বলেন, "ধার্মিকের ওষ্ঠ অনেকের পুষ্টি যোগায়" *(প্রবচনমালা ১০:২১)*। 'মুখে মধু অন্তরে বিষ' বলে একটি কথা রয়েছে। এ জাতীয় মানুষ হতে সাবধান। কেননা তাদের কথা ছুরির চেয়ে কথায় ধার বেশি হয়। তার কথাও খারাপ; আর অন্তরও খারাপ। হৃদয়ের চিত্রটা অনেক সময়ই এরকম আকৃতি ধারণ করে। বাইরে থেকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এমন কল্যাণকর কোন দিন কি যায় যেদিন কেউ আমার সম্পর্কে এমনটা ভাবে না? সত্যি করে বলছি, বাস্তবজীবনে এমন অনেক মানুষকে জানি যার ভালো-খারাপ দুই দিকটাই দেখি। কেউ কারো সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলিং করা উচিত; যার উপর সে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত তার ভালো দিকটা দেখিয়ে দেয়ার। এভাবেই একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হয়, অন্যদের সম্পর্কে সুধারণা করতে হয়। বিপত্তি বাধে অপরিচিত মানুষদের নিয়ে। একটা মানুষের তাকানো আমাদের কষ্ট দেয়, কথা বলা কষ্ট দেয়, মন্তব্য কষ্ট দেয়। চোখের সামনে তখন ঐ মানুষটার ভেতরের চিত্র এই ছবির মত মনে হয়। দুষ্ট মুখের ছবিটা খুব ভীতিকর সবার কাছে। কতটা নেতিবাচক চিন্তা, দুর্ব্যবহার, রুক্ষতা, চটাং চটাং কথা, হিংসা, একে অপরকে ছোট করার, হেয় করার চিন্তা থাকলে মানুষ মানুষের হৃদয় সম্পর্কে এমন দৃশ্য কল্পনা করতে পারে। ভালো কথায় হৃদয়ে সবার স্বস্তি জাগে। মানুষ আমার উপর বিরক্ত নয়, আমার কথায় কেউ কষ্ট পায় না। আমার মুখের কথাকে কারো ছুরির ফলার মতো মনে হয় না, তখন সে নিশ্চয় দেখে আমার হৃদয়কে ঘিরে আছে হাজারো সুন্দর ফুলের বাগান। মাঝখানে আমার হৃদয়। সেখানে আলো ফেলছে সূর্য। মানুষই তো মানুষ সম্পর্কে এমনটা ভাবে। কত কত মানুষের দেখা পেয়েছি যাদের হৃদয় সম্পর্কে আমার এমনই ধারণা। তাদের কাছে গেলেই ভালো লাগে। মনে হয় এক অন্যরকম ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি। আবার এমন অনেক মানুষকে পাই, পেয়েছি যাদের দেখলেই মনে হয় মীরজাফর। আর যদি তার হৃদয় নিয়ে ভাবি। কোন সন্দেহ নেই এ ছবির হৃদয়টা যা সেরকমই মনে আসে। এর থেকে ভালো কিছু চিন্তা তাদের নিয়ে করা এটা সহজাত প্রবৃত্তিতে আসে না। একজন কথায় বিষ ঢেলেছে, আমি কি করে তাকে বলব তুমি ওর প্রতি ভালো ধারণা রাখ। সাপ, বিচ্ছু কিছুই তো ভালো কিছু না। মানুষের জন্যে ভীতিকর প্রাণী। আর আমরা মানুষ হয়ে মানুষের সম্পর্কে এমন ধারণা করছি। সুতরাং মানুষের কোনো কোনো সময় এতোই খারাপ হয়ে যায় যে, সাপ বিচ্ছুর চেয়েও খারাপ। একজন মানুষের মুখের চরিত্রকে সাপের মতো ভাবছি, অক্টোপাসের মতো ভাবছি, জোঁক, কেঁচো, চ্যালা, বিচ্ছুর মতো ভাবছি। এক শ্রেণীর মানুষই পারে নগদ নগদ মুখের কথা, মন্তব্য দিয়ে অচেনা, অজানা কারো অন্তরে ছুরি চালিয়ে দেয়; ঠিক সাপের মত। সাপ যাকে পায় তাকেই ছোবল মারে; বুঝে না বুঝে। সুতরাং জিহ্বার ধর্ম অনুসারে এটাই ওর কাজ। আমাদের আশপাশে পরিচিত জনদের মধ্যে এমন অনেক কিছুই আমরা দেখি যখন একজন কে দেখে মনে হয় তার মুখে মধু নেই। কথায় বিষ আছে। আমাদের কথা, কাজ, আচরণের জন্যে অনেকের কাছেই আমাদের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি এরকম। আপনাকে-আমাকে তারা কাছ থেকে দেখে না।

কেউ কেউ কুকর্মকে আমোদ বা খেলার মতো দেখে আর শুধু "মজা" করার জন্যে তারা কুকর্ম করে। এধরনের ব্যক্তিরা যাঁর কাছে সকলকে নিকাশ দিতে হবে, সেই ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে এবং নিজেদের অন্যায় কাজের প্রতি তারা অন্ধ হয়ে থাকে। *(রোমীয় ১৪:১২)* তারা বিকৃত যুক্তি দেখিয়ে এ বলে নিজেদেরকে ভোলায় যে, ঈশ্বর তাদের অন্যায় দেখতে পাচ্ছেন না। তাদের কাজের দ্বারা তারা আসলে বলে: "ঈশ্বর নাই।" *(গীতসংহিতা ১৪:১-৩; যিশাইয় ২৯:১৫, ১৬)* কত বোকা! মানুষকে প্রধানত কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে। কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বলতে গালি দেওয়া, গিবত-তোহমত, চোগলখুরি করা, খোটা দেওয়া, তুচ্ছ জ্ঞান করা ইত্যাদি বোঝায়। আর কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বলতে জুলুম করা, ধোঁকা-প্রতারণা, রাস্তা বন্ধ করা, সম্পদ জবরদখল করা, হত্যা করা ইত্যাদি বুঝায়। অন্যদিকে, বিচক্ষণ ব্যক্তি জানেন যে কুকর্ম করা কোন খেলা নয়। তিনি জানেন যে, এটা ঈশ্বরকে অখুশি করে এবং একজন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারে। এধরনের আচরণ হলো বোকামি। কারণ, এটা লোকেদের আত্ম-সম্মানকে হরণ করে, বিয়ে ভেঙে দেয়, মন ও শরীর উভয়কেই কলুষিত করে এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর প্রতি উপলব্ধি কমিয়ে দেয়। কুকর্মকে পরিহার করলে এবং এক প্রিয় বোনের প্রতি যেমন ভালোবাসা গড়ে তুলি; তেমনই প্রজ্ঞার জন্যে ভালোবাসা গড়ে তুললে আমরা বিজ্ঞ। একজনের জীবনকে সঠিক ভিত্তিমূলের ওপর গেঁথে তোলার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে শলোমন বলেন: "দুর্জন যা ভয় করে, তা তার নাগাল পায় ধার্মিকদের বাসনা বরং পূরণ করা হয়। ঘূর্ণিবায়ু বয়ে গেলে দুর্জন আর থাকে না, কিন্তু ধার্মিকদের বাসনা বরং পূরণ করা হয়।" *(প্রবচনমালা ১০:২৪, ২৫)* দুষ্ট লোক হয়তো অন্যদের ভয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ভয় তার নিজের ওপরই এসে পড়ে। ভিত্তিমূল ধার্মিক নীতিগুলোর ওপর গেঁথে না ওঠায় সে দুর্বল এক বিল্ডিংয়ের মতো হয়, যেটা বড় কোনো ঝড় এলেই ভেঙে পড়ে। সে চাপকে প্রতিরোধ করতে পারে না। কারণ যা-ই হোক না কেন,

(বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন....)

খ্রিস্টান নির্যাতন: ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কলঙ্কের তিলক

মিথুশিলাক মুরমু

আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ওপেন ডোরস্' এবং 'ওয়ার্ল্ড ওয়াচ লিস্ট'-এর ২০২৪ এবং ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের তথ্যানুযায়ী খ্রিস্টানদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক বা নিপীড়নমূলক দেশগুলোর তালিকায় ভারতের অবস্থান ১১তম। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে কমপক্ষে ১৬১জন খ্রিস্টানুসারীকে বিশ্বাসের কারণে হত্যার শিকার হতে হয়েছে। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান ফোরাম (ইউসিএফ) মতানুযায়ী, নভেম্বর পর্যন্ত ৭০৬টির বেশি নির্যাতন-অত্যাচারের ঘটনার তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। অপরদিকে ইভানজেলিক্যাল ফেলোশিপ অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ৬০১টি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বেড়ে দাঁড়ায় অন্তত ৮৩০টি, এটি ছিলো বিগত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের সংঘটিত প্রায় ৯৩ শতাংশ ঘটনার কোনো তদন্ত হয়নি। সহিংসতার মধ্যে রয়েছে– শারীরিক আক্রমণ, প্রার্থনায় বাধা, গির্জা ভাঙচুর, সামাজিকভাবে বর্জন এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরের অভিযোগ তুলে যাজকদের হেনস্তা করা। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ দশমিক ৩ শতাংশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ সংখ্যায় প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখের মতো বিশ্বাসী বসবাস করেন।

সহিংসতার মানচিত্রটি লক্ষ্য করলে একটি রাজনৈতিক ধরণ চোখে পড়ে। উত্তরপ্রদেশ থেকে ছত্তিশগড়, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশের জাবালপুর থেকে শুরু করে ওড়িশা, হরিদ্বার, এমনকি রাজধানী দিল্লিতেও বজরং দলসহ উগ্র সংগঠনগুলোর টার্গেটে পরিণত হয়েছে খ্রিস্টানুসারীরা। এসব রাজ্যে চরমপন্থী বয়ান এখন স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের কাজেও প্রভাব ফেলেছে। ওড়িশার বালাসোরের ঘটনা– কাথলিক যাজক ও সন্ন্যাসিনীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে একদল উগ্রবাদীর আক্রমণের শিকার হোন। কোনো প্রমাণ ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্মান্তরের অভিযোগ আনা হয়েছিলো। কাথলিক বিশপস্ কনফারেন্স অব ইন্ডিয়া এই হামলাকে একটি উদ্বেগজনক জাতীয় প্রবণতার অংশ বলে বর্ণনা করেন, যেখানে ধর্মীয় গুরুদের ক্রমেই সন্দেহ ও সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের জাবালপুরে ডায়োসিসের ভিকার জেনারেলসহ জ্যেষ্ঠ যাজকরা থানার ভেতরেই লাঞ্ছিত হোন। তারা মূলত সন্দেহজনক অভিযোগে আটক খ্রিস্টান পুণ্যার্থীদের পক্ষে কথা বলতে সেখানে গিয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে ক্ষমতাসীন বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি অর্জুন ভার্গবের অপর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যায়, গির্জার অনুষ্ঠানে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী ও তার সন্তানদের ওপর চড়াও হয়েছে অর্জুন। তিনি এক নারীকে লাঞ্ছিত করেন। ওই নারীকে উদ্দেশ্য করে অর্জুনকে বলতে শোনা যায়, তিনি এই জন্মেও দৃষ্টিহীন, আগামী জন্মেও দৃষ্টিহীনই থাকবেন। এমনকি চার্চে সিঁদুর পরে বাচ্চাদের নিয়ে কেন এসেছেন সে প্রশ্নও করেন অর্জুন। অর্জুনের দল দাবি করে আসছে, দৃষ্টিহীন ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জোর করে ধর্মান্তকরণ করা হয়ে থাকে এই গির্জায়। সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। তবে খ্রিস্ট বিশ্বাসী ও গির্জার কর্মকর্তাগণ বলিষ্ঠ কণ্ঠে অস্বীকার করে বলেন, অনুষ্ঠানটি ছিলো– প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি দাতব্য সমাবেশ।

ছত্তিশগড়ে ২০২৩ ও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে দেখা গেছে, পাচার বা জোরপূর্বক ধর্মান্তরের অভিযোগে রেলস্টেশন ও গণপরিবহন পয়েন্টগুলো থেকে খ্রিস্টান যাজক ও সন্ন্যাসিনীদের আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো বরাবরই অস্বীকার করে আসছে, খুব কমই অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলায় গ্রামের রাস্তায় ক্রিসমাস ক্যারল গাইতে গাইতে যাচ্ছিল দু'জন যাজকসহ একদল খ্রিস্টানুসারী। আচমকাই উগ্র হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের কিছু লোকজন তাদের রাস্তা আটকে অভিযোগ তোলে তারা এলাকায় ধর্মান্তকরণ করছেন। পুলিশ এসে ওই খ্রিস্টানদেরই গ্রেফতার করে, হামলাকারীরা তাদের একটি গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। ৮ জুন বোর্সি গ্রামে রোববার গির্জা চলাকালীন একদল হিন্দু চরমপন্থী 'পিনিয়ল প্রেয়ার ফেলোশিপে' হামলা চালায়। গির্জার চেয়ার, বাদ্যযন্ত্র, পবিত্র বাইবেল পোড়ানোসহ উপস্থিত খ্রিস্টভক্তদের ওপর উপর্যুপরি হামলা চালায়।

রায়পুর, ছত্তিশগড়, ভারতের একটি গির্জায় উগ্রবাদীদের সগৌরবে হামলার ভিডিও মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় ও ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সাজ-সজ্জায়পূর্ণ গির্জাতে একদল ধর্মীয় উম্মাদ লোক আক্রমণ করে সমস্ত কিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। বড়দিনের অনুষ্ঠানে, গির্জায় থাকা সান্তাক্লজের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে। গির্জায় থাকা পবিত্র বাইবেল, সংগীত পুস্তকসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুস্তক পুড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ধর্মান্তকরণ বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন জানিয়েছিলেন। ছত্তিশগড় রাজ্যের কাঁকের জেলায় শেষকৃত্য অনুষ্ঠানেও বিপত্তি ঘটেছে সাম্প্রতিককালে। জেলার বাদেতেভদা গ্রামে একটি খ্রিস্টান পরিবারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসী ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো পরিবারের কর্তার সমাধিস্থলকে কেন্দ্র করে বির্তকের জন্ম দেয়। ইউনাইটেড ক্রিশ্চিয়ান ফোরাম এক বিবৃতিতে জানিয়েছে– ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতজুড়ে শেষকৃত্য সংক্রান্ত অন্তত ২৩টি ঘটনায় খ্রিস্টানদের ওপর হামলার তথ্য নথি ভুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে ছত্তিশগড়েই ঘটেছে ১৯টি ঘটনা। ঝাড়খণ্ডে ২টি, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে ১টি করে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সংখ্যা ছিলো–চল্লিশার্ধো। ছত্তিশগড়ে ৩০টি, ঝাড়খণ্ডে ৬টি, বাকিগুলো বিহার ও কর্ণাটকে। ছত্তিশগড়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ২৪ ডিসেম্বর 'বনধ'-এর ডাক দিয়ে ঘৃণামূলক ডিজিটাল পোস্টার ছড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। খ্রিস্টানুসারীদের ওপর উগ্রবাদীদের চড়াও উৎসাহিত এবং সহিংসতার পথকে প্রশস্ত করেছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সিবিসিআই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর কাছে দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলো। একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিলো– যাতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বড়দিন শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতির পরিবেশে উদ্‌যাপনের সুযোগ দেওয়া হয়।

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি– ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের কেরালা রাজ্যের লোক ভবনের খ্রিস্টানুসারীদের বড়দিনের ছুটি বাতিল করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'সুশাসন দিবস'-এ উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক

করা হয়। ইতোপূর্বে ক্যালেন্ডারে বছরের দ্বিতীয় মাস ফেব্রুয়ারি মাসের পাতায় ভি ডি সাভারকারের প্রতিকৃতি ছাপানো হয়। বিষয়টিকে নিছক ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে না দেখে বরং একটি নির্দিষ্ট আদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুযায়ী, কেরালা রাজ্যে খ্রিস্টানদের সংখ্যা হলো ৬১ লক্ষ ৪১ হাজার ২৬৯ জন যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮.৩৮ শতাংশ। উত্তর প্রদেশেও যোগী আদিত্যনাথ সরকার ঘোষণা করেছিলো– বড়দিনে স্কুলগুলো বন্ধ থাকবে না এবং শিক্ষার্থীদের অটল বিহারি বাজপেয়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শাসিত হরিয়ানা রাজ্যের গুরুগ্রামের (সাবেক গ্রাম গুরগাঁও) পাতৌদি শহরে বড়দিনের অনুষ্ঠানে অন্তত ২০ জন হিন্দুত্ববাদী দল একটি স্কুলে প্রবেশ করে। একজন উদ্ধত কণ্ঠে ভাষণ দেন– 'আমরা যিশুকে অসম্মান করি না। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিকে এরা ধ্বংস করছে। এদের রুখতে আপনারা সাহায্য করুন। সবাই চিৎকার করে বলুন জয় শ্রীরাম, সনাতন ধর্মের জয়।'

ডিসেম্বরে গুজরাটে স্বয়ং মাদার তেরেসার মিশনারীজ অব চ্যারিটির বিরুদ্ধে জোর করে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ আনা হয়। বলা হয়, মিশনারী অব চ্যারিটির একটি আবাসে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্মান্তকরণ হয়েছে। প্রায় একই সময়ে একই কারণে মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলার সেন্ট জোসেফ স্কুলে হামলা চালান হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা। মিশনারীজ এবং সেন্ট যোসেফ স্কুল কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেছে। গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরে ২০ এপ্রিল ইস্টার সানডের খ্রিস্টযাগ চলাকালে খ্রিস্টানদের ওপর হামলা চালায় বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তারা গির্জায় প্রবেশ করে লাঠি হাতে স্লোগান দিতে দিতে হট্টগোল করে।

জানা গেছে, দক্ষিণ ভারতের বিজেপি শাসিত রাজ্য কর্ণাটকে সাম্প্রতিকালে ধর্মান্তর বিরোধী বিল পাস হয়েছে। ইতোপূর্বে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং হিমাচলে এ আইনটি পাস হয়েছে। একই সাথে এই তিন রাজ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-অত্যাচার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে বলে মানবাধিকার সংগঠনগুলো মনে করছে। ইভানজেলিক্যাল ফেলোশীপ অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে– চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে কর্ণাটকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ৩৯ বার আক্রান্ত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চের' সভাপতি সোনু সবিতা বলেছেন– বড়দিন পালনের নামে খ্রিস্টান সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না। অভিযোগ রয়েছে, খ্রিস্টান স্কুলগুলোতে, 'বিপদটা হল স্কুল কর্তৃপক্ষ বাচ্চাদের স্কুলের ডায়েরিতে লিখে পাঠাচ্ছে তোমাদের সান্তাক্লজের পোশাক, ক্রিসমাস ট্রি, কেক-চকোলেট-টফি এটা সেটা নিয়ে আসতে হবে, নইলে জরিমানা হবে।' সোনু সবিতা বলেছেন– আর এটা শুধু কাথলিক স্কুলে নয়, প্রায় সব স্কুলেই। তাই আমরা পরিষ্কার বলেছি, খ্রিস্টান বাচ্চাদের নিয়ে যা খুশি কর- কিন্তু হিন্দু বাচ্চাদের কিছুতেই তোমরা এভাবে জোর করে বড়দিন পালন করাতে পার না।'

ভারতে বর্তমানে ধর্মান্তর বিরোধী আইন (Anti-conversion Law), যা অনেক রাজ্যে 'ধর্ম স্বাধীনতা আইন' (Freedom of Religion Act) হিসেবে পরিচিত, মূলত জোরপূর্বক বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ম পরিবর্তন বন্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, রাজস্থানসহ ১২টিরও বেশি রাজ্যে এই আইন কার্যকর রয়েছে।

এই আইনে প্রধানত যা লেখা রয়েছে–

১. নিষিদ্ধ পদ্ধতি: বলপ্রয়োগ (Force), প্রলোভন (Inducement/Allurement), প্রতারণা (Fraud), ভুল তথ্য প্রদান (Misrepresentation) বা বিয়ে করার উদ্দেশ্যে ধর্মান্তরিত করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

২. শাস্তি: অপরাধের ধরণ অনুযায়ী ১ থেকে ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রয়েছে। রাজস্থানের ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের নতুন বিলে কিছু ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩. বিশেষ সুরক্ষা: নারী, শিশু বা তফশিলি জাতি/উপজাতির (SC/ST) সদস্যদের ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে সাজার পরিমাণ অনেক বেশি রাখা হয়েছে।

৪. পূর্ব ঘোষণা বা নোটিশ: কেউ ধর্ম পরিবর্তন করতে চাইলে সাধারণত ১ থেকে ২ মাস আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের (DM) কাছে লিখিত ঘোষণা দিতে হয়। এটি না করলে ধর্মান্তর অবৈধ বলে গণ্য হতে পারে।

৫. বিয়ের মাধ্যমে রূপান্তর: শুধুমাত্র ধর্মান্তরের উদ্দেশ্যে করা বিয়েকে অনেক রাজ্যে 'বাতিল' বা 'অবৈধ' ঘোষণা করার বিধান আছে।

৬. প্রমাণের দায়ভার: যিনি ধর্মান্তর করাচ্ছেন (যেমন– কোনো ধর্মগুরু বা অন্য ব্যক্তি), সাধারণত তাকেই প্রমাণ করতে হয় যে ধর্মান্তরটি জোরপূর্বক বা প্রলোভন দেখিয়ে করা হয়নি।

৭. ব্যতিক্রম: 'ঘর ওয়াপসি' বা নিজের পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে আসাকে অনেক রাজ্যে এই আইনের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সংবিধানে কী আছে–

অনুচ্ছেদ ২৫ (১) জনশৃঙ্খলা, সুনীতি ও স্বাস্থ্য এবং এই ভাগের অন্য বিধানাবলীর অধীনে, সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতার এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম-স্বীকার, আচরণ ও প্রচার করিবার অধিকার সমভাবে থাকিবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই এরূপ কোন বিদ্যমান বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করিবে না অথবা রাজ্য কর্তৃক এরূপ কোন বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হইবে না, যাহা–

(ক) ধর্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন অর্থনীতিক, বিত্তীয়, রাজনৈতিক বা অন্য প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রচেষ্টা প্রনিয়ন্ত্রিত বা সঙ্কুচিত করে;

(খ) সমাজের কল্যাণ ও সংস্কারের অথবা সার্বজনিক প্রকৃতির হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্ব শ্রেণীর ও সর্ব বিভাগের হিন্দুগণের জন্য উন্মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করে।

মানবাধিকার সংগঠন পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজের সভাপতি ওয়াই জে রাজেন্দ্র বলেছেন, বিলটি সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে। বলা হয়েছে– 'সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম-স্বীকার, আচরণ ও প্রচার করিবার অধিকার সমভাবে থাকিবে।'

নিউইয়র্ক টাইমস বলেছে, 'খ্রিস্টান বিরোধী বাহিনী ভারতের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গির্জায় হামলা চালাচ্ছে, ধর্মীয় পুস্তক পোড়াচ্ছে, স্কুল আক্রমণ করছে, প্রার্থনাকারী ব্যক্তিদের হেনস্তা করছে। সরকারি নথি ও একাধিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বলা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন দলের সদস্য ও পুলিশ আক্রমণকারী ব্যক্তিদের সাহায্য করছে।' মহারাষ্ট্রের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাডনবিসের স্ত্রী বড়দিনের থিমে আয়োজিত একটি চ্যারিটি ইভেন্ট সাপোর্ট করে সোশ্যাল মিডিয়াতে তোপের মুখে পড়েছিলেন। শুনতে হয়েছে– 'আপনি কি গোপনে খ্রিস্টান হয়েছেন না কি?' তবে বিজেপি'র মুখপাত্র অনিলা সিং দাবি করেছেন– খ্রিস্টান সংস্কৃতির ওপর এই ধরনের হামলাকে বিজেপি মোটেও সমর্থন করে না। তার যুক্তি, 'বিজেপির চিন্তাধারা ও মানসিকতায় এই ধরনের দাবির

কোনও ঠাঁই নেই– আমরা সব ধর্মের উৎসব মিলেমিশে পালন করাতেই বিশ্বাসী। আমি নিজে কাথলিক কনভেন্ট স্কুলে পড়া সত্ত্বেও নিজেকে সাচ্চা হিন্দু বলেই মনে করি।'

কাথলিক বিশপস কনফারেন্স অব ইন্ডিয়া (সিবিসিআই) এক বিবৃতিতে বলেছে– শান্তিপূর্ণ ক্যারল গায়ক ও গির্জায় প্রার্থনারত মানুষের ওপর হামলা ভারতের সংবিধানে নিশ্চিত ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও ভয়হীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত। বিশপ থিওডোর মাসকারেনহাস বিবিসিকে বলেছিলেন, 'এ দেশে এখন যা ঘটছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা ঐতিহ্য আছে ভারতে, এবং অতীতে ওড়িশার কাণ্ডামাল আর গুজরাটের ডাং এলাকায় কিছু ঘটনা ছাড়া কখনও ভারতে খ্রিস্টানদের এমন হামলার মুখে পড়তে হয়নি।'

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন পূর্বে দেশের ৪০০ জনের অধিক খ্রিস্টান নেতা ও ৩০টি চার্চ প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুকে স্মারকলিপি প্রদান করে আশঙ্কার কথা জ্ঞাত করানো হয়েছিলো। ভারতের খ্রিস্টানদের ওপর ধর্মীয় সহিংসতা বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান হয়। জানিয়েছিলেন– অসহিষ্ণুতার মাত্রা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ভাবনার বিষয় হলো– সরকার খ্রিস্টানুসারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর বিবৃতি দিয়ে হিন্দুদের বড়দিন পালন থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করেছে। এর মাধ্যমে খ্রিস্টানদের সাংস্কৃতিক প্রকাশকে 'বিদেশী' ও 'সন্দেহজনক' হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে বড়দিনের সব অনুষ্ঠানকে বাতিল করতে হয়েছে কারণ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো সেগুলোকে 'হিন্দু বিরোধী' বলে দাবি করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। বর্তমান ভারতের ক্রমবর্ধমান হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি ক্ষুদ্র নমুনা, যেখানে জনজীবনে ধর্মীয় সহনশীলতা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। যে দেশ বৈচিত্র্য ও সভ্যতাগত বহুত্ববাদ নিয়ে গর্ব করে, সেখানে বড়দিনের ছুটি বাতিল থেকে শুরু করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর শারীরিক আক্রমণ গুরুতর এক কলঙ্ক। ভারতের সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমনাগরিকত্বের নিশ্চয়তা দিলেও বাস্তবে তা রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। পবিত্র হিসেবে গণ্য স্থানগুলো এখন সহিংসতার মুখে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে– জনপরিসরে খ্রিস্টানদের উপস্থিতিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।

এখন প্রয়োজন পবিত্র সংবিধানে বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার যে অধিকারগুলো দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে সরকারকে বাধ্য করা। প্রয়োজন আন্তঃধর্মীয় সংলাপের দিকে মনোযোগ দেওয়া, মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া, নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া। সাবেক রাষ্ট্রপতি ও দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন মনে করতেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, বরং সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। তিনি মনে করতেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা মানুষকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভে সহায়তা করে এবং এটি গণতন্ত্রের একটি মূল ভিত্তি।

তথ্যসূত্র:

১. কালবেলা ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.
২. সংগ্রাম ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.
৩. ইত্তেফাক ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.
৪. প্রথম আলো ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.
৫. প্রথম আলো ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.
৬. জাগো নিউজ ২৪ জানুয়ারি ১, ২০২৫ খ্রি.
৭. প্রথম আলো ৭ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি.
৮. বিবিসি বাংলা, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি.

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

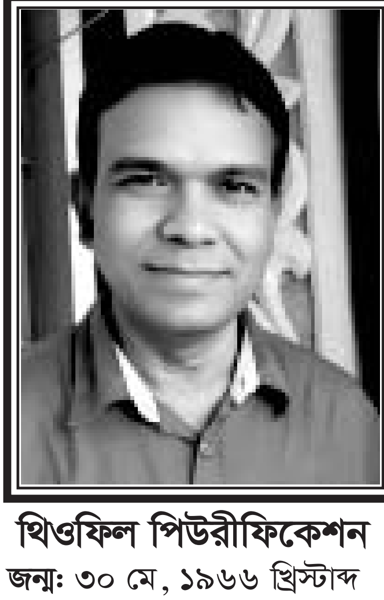

থিওফিল পিউরীফিকেশন

জন্ম: ৩০ মে, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াণ: ১৮ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
সমাধিস্থল: হলি রোজারি চার্চ, তেজগাঁও, ঢাকা
সমাধি সিরিয়াল : ৩৪৯

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় তোমার পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এক বছর পেরিয়ে গেলেও তোমার স্নেহ, ভালোবাসা ও মধুর স্মৃতিগুলো আজও আমাদের হৃদয়ে অমলিন হয়ে আছে। তোমার অনুপস্থিতি প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। আমরা বিশ্বাস করি, প্রভু যিশু খ্রিস্টের অসীম করুণায় তুমি এখন তাঁর সান্নিধ্যে অনন্ত শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছো।

প্রার্থনা করি, পরম করুণাময় প্রভু তোমাকে চিরবিশ্রাম দান করুন এবং তাঁর অনন্ত আলোর রাজ্যে স্থান দিন। তোমার বিশ্বাস, আদর্শ ও ভালোবাসা আমাদের জীবনে চিরদিন পথপ্রদর্শক ও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

আমেন।

সস্নেহ স্মরণে

সহধর্মিণী: সীমা ক্লারা রোজারিও
পুত্রগণ: কৌশিক, কীথ ও কাভিদ
মাতা: এডনা পিউরীফিকেশন
ভ্রাতৃবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারবর্গ
ক-১১৬/১, দক্ষিণ মহাখালী
হুবীরবাড়ি, শাইতান, নাগরী, কালীগঞ্জ

বিজ্ঞ/১৪৪/২৬

নিষ্ঠাবান সেবার স্বীকৃতি: মন্সিনিয়র ও বেনেমেরেন্তি উপাধি

বাংলাদেশ মণ্ডলী ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠছে মাণ্ডলিক কিছু পদ-পদবি ও উপাধির সাথে। বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ মণ্ডলীর বেশ কয়েকজন যাজকের মন্সিনিয়র উপাধি ও কয়েকজন খ্রিস্টভক্তের বেনেমেরেন্তি উপাধি লাভ করা নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে আনন্দ ও আশা নিয়ে এসেছে। উন্মুক্ত মিডিয়ার কল্যাণে আমরা সেইসব অনুষ্ঠানগুলো দেখতেও পেয়েছি। ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পোপ চর্তুদশ লিও কর্তৃক মন্সিনিয়র হিসাবে ঘোষিত হন বরিশাল ডায়োসিসের বয়োজ্যেষ্ঠ যাজক ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ এবং ১০ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে নিজ ডায়োসিসের ক্যাথিড্রালে মন্সিনিয়র পোষাক ও সম্মাননা লাভ করেন। অপরদিকে ২৬ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ভাটিকান দূতাবাসে বেনেমেরেন্তি পদক প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত, যা লাভ করেন তাদের বাসস্থানেরই দু'জন কর্মী। অবশ্য এর কিছুদিন আগে আরেকজন নারী কর্মীকেও বেনেমেরেন্তি সম্মানে ভূষিত করা হয়। বরিশালের ফাদার লাজারুস গমেজ বাংলাদেশ মণ্ডলীতে অনেকের কাছে পরিচিত মুখ হলেও বেনেমেরেন্তি প্রাপ্ত নর-নারীরা অতি স্বল্প পরিচিত মুখ। আসলে মণ্ডলীতে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা নীরবে-নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা প্রদান করে চলেছেন। তাঁদের অবদান সব সময় দৃশ্যমান না হলেও, মাণ্ডলিক জীবন ও প্রেরণকর্মের জন্য তা অপরিহার্য। বেনেমেরেন্তি (Benemerenti) সম্মাননা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও আত্মনিবেদনের সঙ্গে সম্পাদিত প্রতিটি সেবাকেই মণ্ডলী মূল্যায়ন করে এবং যথাযথ মর্যাদা প্রদান করে। আমাদের আজকের বিশেষ প্রতিবেদনটি সম্প্রতি মন্সিনিয়র ও বেনেমেরেন্তি উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে।

মন্সিনিয়র উপাধির তাৎপর্য: কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ স্বীকৃত একটি বিশেষ সম্মানজনক উপাধি হলো 'মন্সিনিয়র'; যা তাদের উচ্চ মর্যাদা নির্দেশ করে। মন্সিনিয়র ইতালীয় শব্দ 'monsignore (মনসিগনোরে) থেকে এসেছে, যার অর্থ 'আমার প্রভু' "মহাশয়"। এটি কাথলিক মণ্ডলীতে কিছু নির্দিষ্ট পদে থাকা পুরোহিতদের জন্য দেওয়া একটি সম্মানসূচক উপাধি, যা পোপ কর্তৃক প্রদত্ত এবং এটি তাদের উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ দায়িত্বকে নির্দেশ করে, অনেকটা "আমার প্রভু" (my Lord) বোঝানোর মতো। এটি মাণ্ডলিক প্রশাসনের মধ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে সেবা দিয়ে থাকা পুরোহিতদের জন্য একটি সম্মানসূচক স্বীকৃতি, যা একজন পুরোহিতের পদমর্যাদা বাড়ায়, কিন্তু তিনি বিশপ বা কার্ডিনালের মতো উচ্চ পদাধিকারী নন। সাধারণত পোপ মহোদয় এই উপাধি দেন, যা প্রায়শই স্থানীয় বিশপের সুপারিশে দেওয়া হয়। এই উপাধিপ্রাপ্ত পুরোহিতরা বিশেষ পোশাক পরার অধিকার এবং সম্মানসূচক সম্বোধন পেয়ে থাকেন। ধর্মপ্রদেশে বা রোমান কুরিয়ার (কাথলিক মণ্ডলীর কেন্দ্রীয় প্রশাসন) মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী পুরোহিতদের এই উপাধি দেওয়া হয়।

বরিশালে প্রথম মন্সিনিয়র ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ: গত ১০ জুলাই রোজ শুক্রবার, বরিশাল ডায়োসিসের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল মন্সিনিয়র লাজারুস গোমেজের পোশাক প্রদান অনুষ্ঠান। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বরিশাল কাথলিক ডায়োসিসের বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও। উক্ত অনুষ্ঠানে পোপ কর্তৃক প্রেরণকৃত পত্র পাঠ, পোশাক প্রদান অনুষ্ঠান ও সার্টিফিকেট প্রদান কাজগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন হয়।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর মন্সিনিয়রকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বরিশাল ডায়োসিস কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশে ভাটিকান দূতাবাসের চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স মন্সিনিয়র আবেল টগলো, হলিক্রস যাজক সংঘের ভাইস-প্রভিন্সিয়াল, আরএনডিএম সিস্টারদের প্রভিন্সিয়াল, এলএইচসি সিস্টারদের সুপিরিয়র জেনারেল, ডায়োসিসের ফাদারগণ, ব্রাদারগণ, সিস্টারগণ, সকল ধর্মপল্লী থেকে আমন্ত্রিত খ্রিস্টভক্ত সহ মোট প্রায় ৪৫০ খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর পাদ্রিশিবপুর গ্রামে ম্যানুয়েল ও মার্গারেট গমেজের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। ৭ ভাই-বোনের মধ্যে তার স্থান ৬ষ্ঠ। যাজকীয় আহ্বানের অন্বেষণে তিনি ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী বান্দুরাতে প্রবেশ করেন ও ধীরে ধীরে নিজেকে গঠিত করেন যাজক হবার জন্যে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত বনানী উচ্চ সেমিনারীতে পড়াশুনা শেষ করে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিশপ থিওটোনিয়াস কর্তৃক রমনাতে ডিকন হিসেবে অভিষিক্ত হন। একই বছর অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুণ্যপিতা সাধু ২য় জন পল কর্তৃক যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন।

যাজকীয় জীবনের অনেকটা সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামে পালকীয় সেবা দান করেন। পরবর্তীতে গৌরনদী, নারিকেলবাড়ি ও বরিশালে পালক পুরোহিত হিসেবে মানুষের যত্ন দান করেন। এছাড়াও তিনি বহু বৎসর বিশপ মহোদয়ের মন্ত্রনা পরিষদের সদস্য, কারিতাস বাংলাদেশের চ্যাপলেইন এবং কারিতাস বাংলাদেশের জিবি বোর্ডের সদস্য হিসাবে সেবা দিয়েছেন। ২০১৮ থেকে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বরিশাল ডায়োসিসের ভিকার জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পোপ চতুর্থদশ লিও কর্তৃক মন্সিনিয়র হিসাবে সম্মাননা লাভ করেন।

পালকীয় জীবনে মন্সিনিয়র লাজারুস গোমেজ বিশ্বস্ত ও পবিত্রভাবে যাজকীয় সেবাদায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি একজন প্রার্থনাশীল এবং বন্ধুসুলভ মনোভাবের যাজক। ধর্মপ্রদেশের বিশপ এবং মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত। যে কোন বয়সের মানুষের সাথে আনন্দপূর্ণ চিত্তে মিশতে ও জীবনযাপন করতে পারেন। প্রয়োজনের তাগিদে যে কোন দায়িত্ব গ্রহণে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না। নিজের উদ্যোগে দীন-দরিদ্র, প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের পাশে থেকে সেবাকাজ করার অভিপ্রায় নিয়ে যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে সবখানে সবধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য যাজক হিসাবে সেবা দিয়ে গেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মন্সিনিয়র লাজারুস গোমেজ খুবই আন্তরিক, কঠোর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও নীরব কর্মী। তিনি একজন দায়িত্ববান ও আস্থাশীল মানুষ। নিজের ও মণ্ডলীর সুনাম ক্ষুন্ন হয় এ ধরণের কাজ থেকে সর্বদাই তিনি বিরত থেকেছেন। এছাড়া তিনি একজন উত্তম শ্রোতা ও পরামর্শদাতা। খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও মণ্ডলীর শিক্ষা প্রচারে তিনি সদা তৎপর। অসুস্থতার সময়ও তিনি মণ্ডলীর সেবাকাজ বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর দীর্ঘ যাজকীয় জীবনে তিনি অসংখ্য মানুষের আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। একজন ধর্মযাজক, শিক্ষক, পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর অবদান বরিশাল কাথলিক ডায়োসিসের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাই তাঁকে মন্সিনিয়র হিসেবে দেখে বরিশাল ডায়োসিস আনন্দিত।

মন্সিনিয়র লাজারুস গোমেজ তার অনুভূতি প্রকাশে বলেন: আজকের এই সুন্দর দিনটি কোনভাবেই আমার কাছে প্রত্যাশিত ছিলো না; কিন্তু ষোল বছর সেমিনারীর জীবন এবং জীবন শিক্ষার আলোকে চল্লিশটি বছর পাহাড় থেকে সমতলে আমি চেষ্টা করেছি সাধু পলের জীবনাদর্শকে ধারণ করে নির্ভয়ে মানুষে পাশে দাঁড়াতে। আমি চেষ্টা করেছি, যে নীতি আমার অন্তর ধারণ করেছে খ্রিস্টের অনুপ্রেরণা থেকে এবং পবিত্র আত্মার জ্ঞান থেকে। আমার সীমাবদ্ধতা থাকার পরেও মণ্ডলী আমাকে এই উপহারটি দিয়েছে তাই আমি মণ্ডলী ও পোপ মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও'কে ও অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এটুকুই বলতে চাই, আমি ক্লান্ত নই কিন্তু অসুস্থ। ক্লান্তি শব্দটা কখনোই আমার মধ্যে জন্মাতে দেয়নি। আমি ভীরু নই; আমি সাহসী। আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এটাই হবে আমার চেতনা; আমি যেন ভীত না হই। আর আমার জন্য সবাই প্রার্থনা করবেন।

বেনেমেরেন্তি সম্মাননার তাৎপর্য: বেনেমেরেন্তি পদক পুণ্যপিতার (Holy Father) পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি মর্যাদাপূর্ণ পন্টিফিক্যাল সম্মাননা। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বস্ততা, উদারতা ও অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে মণ্ডলীর সেবা করেছেন, মূলতঃ তাঁদেরকেই এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। এটি কেবল একটি পদক বা দীর্ঘকাল সেবা করার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নয়; বরং বিনম্রতা, বিশ্বস্ততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মণ্ডলীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার সঙ্গে সম্পাদিত সেবার জন্য মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতার এক বিশেষ প্রকাশ।

সম্মাননার জন্য মনোনয়ন ও মূল্যায়ন: এই সম্মাননার জন্য কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করার পূর্বে তাঁর সেবাজীবন, ব্যক্তিগত চরিত্র, বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা এবং মণ্ডলীর প্রেরণকর্মে তাঁর অবদান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশে অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিয়েচারের কর্মীদের ক্ষেত্রে মণ্ডলীর নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ তাঁদের মনোনয়নের প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশের বিশপদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁরা তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ও সুপারিশ প্রদান করেন। এটি প্রমাণ করে যে, এই সম্মাননা কেবল প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ফল নয়; বরং সমগ্র স্থানীয় মণ্ডরীর আস্থা ও শ্রদ্ধারও বহিঃপ্রকাশ।

কেন অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিয়েচারের কর্মীরা এই পন্টিফিক্যাল সম্মাননার জন্য নির্বাচিত হলেন: অ্যাপোস্টলিক নানসিয়েচারের কর্মীরা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন না। তাঁরা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে সেবা করেন, যা বাংলাদেশে ভাটিকানের (Holy See) এবং পুণ্যপিতার প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁদের প্রতিদিনের দায়িত্ব মণ্ডলীর সার্বজনীন মিশনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এবং বাংলাদেশে পুণ্যপিতা ও ভাটিকানের মর্যাদাপূর্ণ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিবেচনায় ন্যুনসিয়েচারের তিনজন স্থানীয় কর্মীকে এই পন্টিফিক্যাল সম্মাননার জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন জাকারিয়া ফেলিঙ ডি'কস্তা, বাবুর্চি; নিরেন ভিনসেন্ট গোমেজ, ড্রাইভার এবং সুচিত্রা সিসিলিয়া নাফাক, ওয়েট্রেস ও লন্ড্রি-সহকারী।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশে প্রৈরিতিক (Apostolic) সফরের সময় তাঁদের নিবেদিতপ্রাণ সেবা এবং দীর্ঘদিন ধরে অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিয়েচারে বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের এই সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

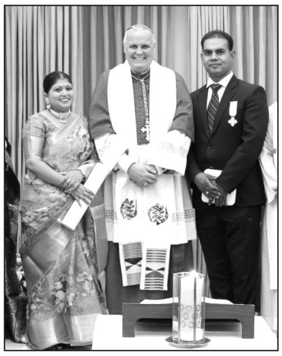

বেনেমেরেন্তি নিরেন ভিনসেন্ট গমেজের কথা: আমি নিরেন ভিনসেন্ট গমেজ, গ্রাম দড়িপাড়া (জিমির বাড়ী), ধর্মপল্লী দড়িপাড়া। আমার পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৫ জন। আমার এক মেয়ে এবং ছেলে। আর আমার মা বাড়িতেই থাকেন। আমি দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এ বিগত ৯ বছর ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য (ডিরেক্টর) হিসেবে কর্মরত ছিলাম এবং বর্তমানে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করছি। দড়িপাড়া জাগ্রত যুব সংঘের প্রাক্তন সভাপতি এবং দড়িপাড়া ৩ নং ব্লকের যুবনেতা ছিলাম। দড়িপাড়া প্যারিসের ন্যায় ও শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

আমি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভাতিকান অ্যামবাসিতে এসিট্যান্ট প্রটোকল অফিসার, ড্রাইভার ও মেসেঞ্জার পদে কর্মরত আছি। ন্যুনসিও জর্জ কোচারি, মন্সিনিয়র লুকা, মন্সিনিয়র আমবেরো ও মন্সিনিয়র মারিকো; তাদের সাথে আমি কাজ করেছি। বর্তমানে ন্যুনসিও কেভিন রান্ডল ও মন্সিনিয়র আবেল টগলো তাদের সাথে কাজ করছি। তাদের সাথে কাজ করতে পেরে আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি।

আমি বেনেমেরেন্তি উপাধি লাভ করে খুবই আনন্দিত যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি কখনো চিন্তাও করিনি আমার মতো অতি ক্ষুদ্র মানুষকে পোপ মহোদয় এত বড় উপাধিতে ভূষিত করবেন। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি আমার কাজ সততা ও নিষ্ঠার সহিত পালন করার জন্য। আমি এই উপাধি লাভ করার জন্য ন্যুনসিও, মন্সিনিয়র ও আর্চবিশপ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে যখন পোপ বাংলাদেশে আসেন এবং ভাতিকান অ্যামবাসিতে অবস্থান করেন তখন আমি খুব কাছ থেকে তাকে সেবা করার সুযোগ পাই। এবং আমার পরিবারের সবাই সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ পায় এবং তাঁর বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করে। এই দিনটিই আমার কাছে অনেক আনন্দের ছিল এবং সব সময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সকল খ্রিস্টভক্তদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আসুন আমরা সমাজের একজন দায়িত্বশীল মানুষ হই। আমাদের কথায়, কাজে ও ব্যবহারে ভালবাসা, সততা ও মানবতার পরিচয় ফুটে উঠুক। আমরা যদি ছোট মানুষও হই, তবুও একটি ভালো কাজ, একটি সত্য কথা বা একজন মানুষের পাশে দাঁড়ানো সমাজে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

বেনেমেরেন্তি সুচিত্রা নাফাকের কথা: আমি সুচিত্রা নাফাক। আমার বাবা বিদুৎ দ্রং ও মা শেফালী নাফাক। আমার গ্রাম: বিড়ই ডাকুনী, পো: ও থানা: হালুয়া ঘাট, জেলা: ময়মনসিংহ। আমার পরিবারে স্বামী আর দুই মেয়ে মা ও ছোট ভাই আছে। আমি যৌথ পরিবারে আছি। আমার এক মেয়ে হলিক্রস কলেজে পড়াশুনা করছে আর ছোট মেয়ে ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। আমরা বর্তমানে কালাচাঁদপুর, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ বসবাস করছি।

আমি ন্যুনসিয়াচারে ১২ বছর যাবৎ কাজ করছি। প্রথমে ন্যুনসিও জর্জ কোচেরীর কথা মনে পড়ে কারণ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই পর্যন্ত কাজ

করছি। মন্সিনিয়র মাকসিমোর কথাও বেশ মনে পড়ে।

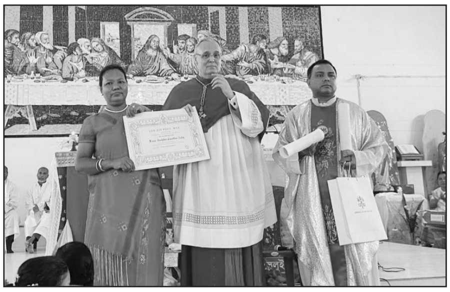

আমি সুচিত্রা নাফাক বেনেমেরেন্তি উপাধি লাভ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। এই স্বীকৃতি আমার পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের মূল্যায়ন। একই সঙ্গে এটা আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ভবিষ্যতে আরও সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে কাজ করে এই সম্মানের মর্যাদা রক্ষা করতে চাই এবং সমাজ ও দেশের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই।

ন্যুনসিয়াচারে কাজ করার অন্যতম বড় আনন্দ হল লোকদের কাছে আসা সুসংবাদের বার্তা পৌঁছে দিতে পারা এবং তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাওয়া। যখন কেউ সত্য জানতে আগ্রহী হয়, বাইবেলের শিক্ষা থেকে উপকৃত হয় বা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলে, তখন তা ন্যুনসিয়ারে কাজে অংশ নেওয়া ব্যক্তির জন্য গভীর আনন্দ ও তৃপ্তির কারণ হয়। সকল খ্রিস্টভক্তদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শান্তি কামনা করি। ঈশ্বর আপনাদের জীবনকে ভালোবাসা, আশা, জ্ঞান ও আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করুন। আমরা যেন পরস্পরের প্রতি সম্মান, দয়া ও ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করি এবং মানবতার কল্যাণে একসঙ্গে কাজ করি। আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি।

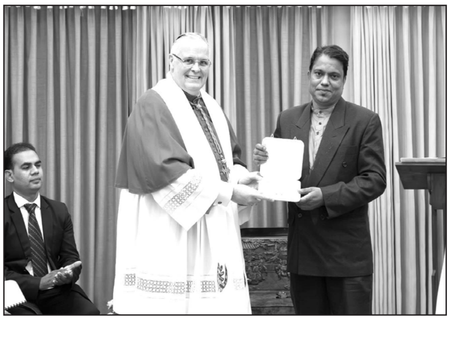

বেনেমেরেন্তি জাকারিয়া ডি'কস্তা: তিনি নীরবে-নিভৃতে কাজ করা স্বল্পভাষী এক ব্যক্তিত্ব যিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের গোল্লা ধর্মপল্লীর অধিবাসী। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সেবা করতে পারা তার জীবনের অন্যতম একটি আনন্দেও ঘটনা বলে জানিয়েছেন তিনি।

ন্যুনসিয়েচারে কর্মরত বেনেমেরেন্তি কর্মীদের গুণাবলি ও অবদান: তিনজন কর্মীর মধ্যে বিদ্যমান যে গুণাবলির স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, তা সত্যিই অনুকরণীয়। তাঁরা বিনয়, বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা এবং গভীর দায়িত্ববোধের সঙ্গে তাঁদের সেবাকর্ম সম্পাদন করে চলেছেন।

বাবুর্চি হিসেবে জাকারিয়া ফেলিক্স ডি'কস্তা তাঁর বিশ্বস্ত ও নীরব সেবা, পেশাগত সততা, কর্মনিষ্ঠা এবং বাংলাদেশে ভাটিকানের দূতাবাসের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছেন।

গাড়ির চালক হিসেবে নিরেন ভিনসেন্ট গমেজ সর্বদা প্রস্তুতি নিয়ে, বিচক্ষণতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সতর্কতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর নীরব অথচ অপরিহার্য সেবা ন্যুনসিয়েচারের দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং পুণ্যপিতার বাংলাদেশ সফরের সময় বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে।

ওয়েট্রেস ও লন্ড্রি-সহকারী হিসেবে সুচিত্রা সিসিলিয়া নাফাক নিষ্ঠা, যত্ন এবং সরলতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তাঁর সেবার মাধ্যমে ন্যুনসিয়েচারের শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য, অতিথিপরায়ণতা এবং মর্যাদা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিশ্চিত হয়েছে।

স্থানীয় কর্মীদের প্রতি মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ: এই সম্মাননা অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিয়েচারের সকল স্থানীয় কর্মীর প্রতিও মণ্ডলীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সততা, বিশ্বস্ততা এবং ভালোবাসার সঙ্গে সম্পাদিত প্রতিটি সেবাকর্মই মাণ্ডলিক দৃষ্টিতে সমান মর্যাদাপূর্ণ।

মণ্ডলী কেবল তাঁদেরই সম্মানিত করে না, যাঁরা জনসমক্ষে নেতৃত্ব প্রদান করেন বা দৃশ্যমান দায়িত্ব পালন করেন; বরং তাঁদেরও সম্মানিত করে, যাঁরা নীরবে প্রতিদিনের কাজের মাধ্যমে মণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যান। যেমন; যাঁরা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান, নিরাপদে যাতায়াত নিশ্চিত করেন, আহার প্রস্তুত ও পরিবেশন করেন, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখেন এবং প্রতিদিনের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে সহায়তা করেন।

এই অর্থে, এই তিনজন কর্মীকে প্রদত্ত বেনেমেরেন্তি পদক কেবল তাঁদের ব্যক্তিগত অবদানের স্বীকৃতি নয়; বরং সেই নীরব সেবার চেতনাকেও সম্মানিত করে, যার ওপর মণ্ডলীর দৈনন্দিন জীবন ও প্রেরণকর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিয়েচারের জন্য আনন্দ ও গর্বের মুহূর্ত: অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিয়েচারের জন্য এই তিনজন কর্মীর হাতে বেনেমেরেন্তি পদক অর্পিত হওয়া গভীর আনন্দ, গর্ব এবং কৃতজ্ঞতার এক বিশেষ মুহূর্ত। পুণ্যপিতার পক্ষ থেকে তাঁদের বিনম্র ও বিশ্বস্ত সেবার এই স্বীকৃতি আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সঙ্গে সম্পাদিত কোনো সেবাই কখনও তুচ্ছ নয়। একই সঙ্গে এটি মণ্ডলীর সকল সেবক-সেবিকাকে তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্বে আরও নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও আত্মনিবেদনের সঙ্গে অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা জোগায়।

উপসংহার: পরিচিত মুখ ফাদার লাজারুস কানু গোমেজের মন্সিনিয়র উপাধি লাভ এবং জাকারিয়া ফেলিঙ ডি'কস্তা, নিরেন ভিনসেন্ট গোমেজ এবং সুচিত্রা সিসিলিয়া নাফাক-এর প্রতি প্রদত্ত বেনেমেরেন্তি পদক কেবল একটি ব্যক্তিগত সম্মাননা নয়; এটি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা, স্বীকৃতি এবং আশীর্বাদের এক মূল্যবান নিদর্শন।

এই সম্মাননা বাংলাদেশের অ্যাপোস্টলিক ন্যুনসিয়েচারের তিনজন বিশ্বস্ত সেবকের আত্মনিবেদিত কর্মজীবনের স্বীকৃতি বহন করে। একই সঙ্গে এটি আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মণ্ডলী কেবল দৃশ্যমান ও বৃহৎ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নয়; বরং প্রতিদিনের বিশ্বস্ততা, বিনম্র সেবা, নীরব আত্মত্যাগ এবং খ্রিস্টসুলভ ভালোবাসার ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়। এই সম্মাননা তাই শুধু তিনজন ব্যক্তিকে নয়, মণ্ডলীর সেবায় নিয়োজিত সকল নীরব কর্মীর প্রতি পুণ্যপিতার কৃতজ্ঞতা এবং সর্বজনীন মণ্ডলীর গভীর শ্রদ্ধার এক উজ্জ্বল প্রকাশ।

মন্সিনিয়র লাজারুস গোমেজকে অভিনন্দন-শুভেচ্ছা এবং বেনেমেরেন্তি প্রাপ্তদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালোবাসা রইলো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। মন্সিয়র আবেল টগলো, ভাটিকান দূতাবাস, ঢাকা।

২। ফাদার লরেন্স লেকাবেলী গমেজ, ভিকার জেনারেল, বরিশাল।

সমাজকর্মী হিসাবে শিশুরা

বনিফাস মন্টু রোজারিও

সীমাহীন শিশুদের শক্তিমত্তা! অফুরান তাদের সম্ভাবনা! অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিশ্ব পরিবর্তনে যুগে যুগে তারা ভূমিকা রেখেছে। কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো বা সম্মিলিতভাবে। যেমন, পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজায়ের কথাই ধরা যাক। ছোট একটি মেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও মেয়েদের শিক্ষার অধিকার আদায়ের জন্য তার কথা আর লেখনি দিয়ে আন্দোলন করেছেন, আন্দোলনের কারণে গুলিবিদ্ধও হলেন। তাঁর অসাধারণ কীর্তির জন্য সর্ব-কনিষ্ঠ হিসেবে শান্তিতে নোবেল পুরষ্কারও পেলেন। পাকিস্তানের ইকবাল মসীহ নিজে শৃংখলিত শিশুশ্রমের নিষ্ঠুর শিকার হয়ে শিশুশ্রম বন্ধ করার আন্দোলনে শরিক হয়ে পৃথিবীর হাজারো শিশু শ্রমিকের পক্ষে সোচ্চার থেকেছেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের কারণেই মাত্র বার বৎসর বয়সে তাকে জীবন দিতে হয়েছে। আজ সে বিশ্বে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের বিরূদ্ধে যুদ্ধের এক প্রতীক। "আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা বিলুপ্তির জন্য যা করেছেন, আমিও পাকিস্তানে তা-ই করতে চাই"- কত শক্তিশালী স্বপ্ন এই ছোট শিশু এডভোকেটের! এরকম হাজারো শিশুর উদাহরণ রয়েছে যাদের বলিষ্ঠ উদ্যোগে, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর্মকাণ্ডে পরিবর্তিত হয়েছে শিশুদের জীবন, পরিবর্তিত হয়েছে মানুষের মন-মানসিকতা, পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ; রাষ্ট্র; গোটা বিশ্ব। আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন শিশু ও যুব সংগঠনের কথাই ধরা যাক। কত শক্তি-সাহস তোমাদের, কত বলিষ্ঠ তোমাদের কণ্ঠস্বর, কত আত্ম-প্রত্যয় তোমাদের আচরণে, দৃঢ় সংকল্প তোমরা শিশুরা-যুবারা! অনেক কিছুই অর্জন করেছ তোমরা, জয় করেছ অনেক কিছুই। অভিনন্দন তোমাদের সকলকে!

সমাজ কর্ম করতে হলে প্রস্তুতি দরকার। এই প্রস্তুতির অংশ হিসাবে প্রথমত নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত করতে হবে। প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। গুণাবলী হিসাবে, সততা, সহমর্মিতা, ধৈর্য্যশীলতা, বিশ্বস্ততা, দূরদর্শিতা, সৃজনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা, অধ্যবসায়, নমনীয়তা এবং সর্বোপরি ভালবাসার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষতার বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে আমি মূলত জীবন দক্ষতার উপর জোর দিতে চাই। এই জীবন দক্ষতা এমনই দক্ষতা যা কিনা দক্ষতা, সক্ষমতা, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং গুণাবলীর সমন্বয়। এই দক্ষতাগুলো শিশুকে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে, অন্যের সাথে কাজ করতে, ভালভাবে কাজ সম্পন্ন করতে এবং তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করে। এই জীবন দক্ষতাগুলো অন্যান্য বৃত্তিমূলক, প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-দক্ষতা অর্জনে সহায়ক

ভূমিকা পালন করে। উল্লেখযোগ্য জীবন দক্ষতাগুলো হলো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা বা গভীরভাবে চিন্তা, সৃজনশীল চিন্তা বা নতুন নতুন চিন্তা, কার্যকরী যোগাযোগ, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বা অন্যের সাথে সু-সম্পর্ক, আত্মসচেতনতা বা নিজেকে জানা, মানসিক চাপ সঠিকভাবে ম্যানেজ করা, আবেগকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, সহমর্মিতা, সমঝোতা বা ন্যাগোসিয়েশন। সর্বোপরি, মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছুতে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে হবে। ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে, ইতিবাচক অনুভব করতে হবে, ইতিবাচক কথা বলতে হবে, ইতিবাচক কাজ করতে হবে। নিজেকে বদলাতে হবে প্রথম, তারপর বদলাতে হবে অন্যকে। বিশ্ব বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয় অতি দুঃখের সাথে বলেছেন, "আমরা সকলে এই পৃথিবীটাকে বদলাতে চাই, কিন্তু কেউ আমরা নিজেকে বদলাতে চাই না।" আশা করি, তোমরা এই রকম হবে না!

প্রস্তুতির মধ্যে শিশুবান্ধব পরিবেশ ও সংস্কৃতি (culture) খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই শিশুবান্ধব সংস্কৃতির কিছু দিক হতে পারে :-

- শিশুদেরকে শুনতে হবে, তাদের ভাল ভাল চিন্তা-মতামতকে স্বীকৃতি দিতে হবে, তা বিবেচনা করতে হবে গুরুত্বের সাথে।

- তাদেরকে আরো জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে।

- সাম্যতার নীতি মানতে হবে। আলোচনার সময় 'আমরা এখানে আছি, আপনারাও এখানে আছেন - আমরা সমান' নীতি চলবে।

- শিশুরাই উদ্যোগ নিবে, শিশুরাই নেতৃত্ব দিবে।

- যত বেশী সুযোগ সৃষ্টি হবে তাদের জন্য, ততই পরিশীলিত হবে তাদের চিন্তা-চেতনা, বাড়বে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অবদান। বড়দের এই সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতার ব্যাপারে ভূমিকা অপরিসীম। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের মতো বড়দের অঙ্গিকার হতে হবে- "যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপনে এ পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এই শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। নবজাতকের কাছে এই আমার দৃঢ় অঙ্গিকার!"

শিশুদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করার বা এরূপ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় বয়স্কদের ভূমিকা অনেক। বিশ্বাস করি, যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে, শিশুরাও পারবে অনেক কিছু করতে। কেউ তাদের আটকে রাখতে পারবে না।

শিশুদেরকে বলা হয় সবচেয়ে শক্তিশালী আর ফলপ্রসূ পরিবর্তনকারী বা চেঞ্জ এজেন্ট। তোমাদের শারীরিক শক্তি কম হলেও, তোমাদের ভিতরকার শক্তি (inner power) কিন্তু অসীম। সুতরাং ব্যবহার করতে হবে এই ক্ষমতা - ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে। ছোট ছোট প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বড় উদ্যোগ গ্রহণের সাহস ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। শুরু করাটাই বড় কথা! সফলতা-ব্যর্থতাই বড় কথা নয়। নানান প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, সেটা

ব্যর্থই হোক না - তার মধ্য দিয়েই তোমরা হাজারো সফলতার পথ খুঁজে পাবে। সুতরাং চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এবার সমাজকর্মী হিসাবে তোমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ তার দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। তোমরা প্রধানতঃ ভূমিকা পালন করবে পরামর্শদাতা, এডভোকেট, পার্টনার, সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানকারী, পরিচর্যাকারী, সমাজ পরিবর্তনকারী, শিক্ষাদানকারী, উদ্বুদ্ধকারী, সহায়ক, সংগঠক, সমন্বয়কারী, মূল্যায়নকারী হিসাবে। সমাজকর্মী হতে হলে স্ব-প্রণোদনা, স্বতঃস্ফূর্ততা, কমিটম্যান্ট দরকার। অন্যে ঠেলে তোমাকে সামনে এগিয়ে দিবে, অন্য কেউ তোমাকে বলবে, এরূপ আশা না করে নিজেকেই শুরু করতে হবে। কোন কিছু করতে হলে, তা শুরু করা চাই।

সম্ভাব্য কোন কোন বিষয়ে তোমাদের কাজ করা দরকার, তা তোমাদেরকেই নির্ধারণ করতে হবে। তোমাদের ব্যক্তি পর্যায়ে ও সাংগঠনিক বা কমিউনিটি পর্যায়ে স্বপ্ন থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। সমাজকর্মীরা কি করে? তারা তো সামজের সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করে, সমাজ পরিবর্তনে কাজ করে। কোথাও কোন অনিয়ম, অবিচার-অনাচার, অন্যায্যতা দেখলে তার সমাধানে কাজ করে। শিশু সমাজকর্মী হিসাবে তোমরাও পার তোমাদের জীবনমানকে ব্যাহত করে এরূপ সকল বিষয় তুলে ধরে তা সমাধানে সকলকে সংহত করা ও দায়িত্ব পালনে চাপ সৃষ্টি করা। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় -

- শিশু অধিকার সম্পর্কে নিজেরা সচেতন হওয়া, অন্যান্য শিশুদের সচেতন করা, জীবন দক্ষতা বিষয় শিখে তা চর্চা করা।

- শিশু সংগঠন গড়ে তোলা, সম্মিলিতভাবে নিজেদের অধিকার বিষয়ে উচ্চকন্ঠ হওয়া। প্রয়োজনে, বড়দের সংগঠনগুলোতে শিশু প্রতিনিধি নিশ্চিত করা, যেন শিশুরা নিজেদের মতামত দেওয়ার সুযোগ পায়, তাদের নেতৃত্ব বিকশিত হয়, তাদের নিজেদের উপর আস্থা বৃদ্ধি পায়।

- তোমাদের এলাকা বা গ্রামকে শিশুবান্ধব গ্রাম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে বড়দের অনেক দায়িত্ব রয়েছে, আমার প্রত্যাশা, তাঁরা ছোটদের সহযোগিতা করবে, প্রয়োজনে তাদের সাথে কাজ করবে।

- শিশু সুরক্ষার জন্য, বিশেষতঃ শিশু বিবাহরোধে, শিশুশ্রম রোধে, শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার-নির্যাতন-শাস্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

- এলাকাভিত্তিক লাইব্রেরী গড়ে তোলা, শিশুদের মধ্যে পাঠ্যাভ্যাস বা বই পাঠের ও শিক্ষা সহভাগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। যেখানে শিশু-যুবারা একত্রিত হয়, আড্ডা দেয় যেমন:- মুদি দোকান, চায়ের দোকান, ক্লাব ঘরের মত জায়গাগুলোতে স্বল্প পরিসরে দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই এবং শিক্ষামূলক সামগ্রী রাখার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

- বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়নমূলক শিশু প্রকল্প (কিডস্ প্রজেক্ট) তৈরী করা, যেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে।

- এলাকার সমাজ, অন্যান্য ক্লাব বা সংগঠন, চার্চ, বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় সরকারের (ইউনিয়ন পরিষদ) সাথে শিশু সংগঠনগুলো অংশিদারত্বের (partnership ভিত্তিতে কাজ করা।

- শিশুদের মেধাবিকাশে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া-শিক্ষা-সাংস্কৃতিকমূলক প্রতিযোগিতা বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যা মোটামুটি নিয়মিতই আমাদের যুব সংগঠনগুলো করে থাকে।

- তোমাদের বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনার পাশাপাশি সাড়া বৎসরের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিষয় (Theme) বেছে নিয়ে সে বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র তৈরী করে তা বাস্তবায়নে নিবিড়ভাবে কাজ করা। যেমন:- 'মাদককে না বলুন' কিংবা 'মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি', 'শিশুবান্ধব সমাজ গড়ি' - ইত্যাদি বিষয়ে তোমরা সারা বৎসর ক্যাম্প্যাইন করতে পারো।

- এলাকা ভিত্তিক শিশু সাংবাদিক গড়ে তোলা, ত্রৈমাসিক শিশু পত্রিকা প্রকাশ করা এবং অন্যান্য সংগঠনগুলোর সাথে তা সহভাগিতা করা। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় নিজেদের গঠনের জন্য ও অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

- দরিদ্র শিশু-যুবাদের পাশে দাঁড়াতে জরুরী ফাণ্ড গঠন করা, কিংবা সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এরকম বহু কাজ তোমরা করতে পার। প্রয়োজনে ছোট পরিসরে ছোট ছোট উদ্যোগ বা কাজ দিয়ে শুরু কর। কৌশল হিসাবে বলতে চাই, তোমরা বৎসরের দুই-তিন দিন পরিকল্পনা নিয়ে কাটাও; সেখানে তর্ক-বিতর্ক হোক, বিভিন্ন ধারণা আসুক, নিজেরাই চিন্তা কর কি করা সম্ভব, কোন বিষয়টা এখন না করে আরো প্রস্তুত হয়ে পরে করা যায়। মোট কথা, আলোচনা করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে। শিখার জন্য, নিজেদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করার জন্য বৎসরের একটি নির্দিষ্ট দিন উৎসর্গ কর। সেদিন তোমরা শুধুমাত্র শিখবে! বৎসরে অন্ততঃ একবার এলাকার মান্যগণ্য লোকদের নিয়ে আলোচনায় বস। তাদেরকে তোমাদের চাওয়া-পাওয়ার কথাগুলো বল। শিশু কিংবা যুবা হিসাবে ব্যক্তিগত ভাবে অন্ততঃ একটি বিষয় বেছে নাও, যে বিষয়টির সমাধানের জন্য কিংবা উন্নয়নের জন্য তুমি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করবে। মনে রাখবে, তুমি শুধুমাত্র নিজের জন্য এই পৃথিবীতে আসোনি, বরং অন্যের মঙ্গল সাধন করতেও এসেছ। তুমিই অন্যের জীবন পরিবর্তনে বিরাট ভূমিকা রাখতে পার। মালালা ইউসুফজায়ের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তার একটি উক্তি দিয়েই শেষ করতে চাই, "একটি শিশু, একজন শিক্ষক, একটি বই, একটি কলমই পরিবর্তন করতে পারে এই বিশ্বটাকে।" এগিয়ে যাও তোমরা! তোমরা পারবে! ৯

আগামীর স্বপ্ন

মিল্টন রোজারিও

আজকে আমি আছি
কিন্তু একবারও ভাবি না
আগামীকাল কী হবে!

একবারও হিসেব করিনি
কতটা পথ এসেছি
আর কতটা পথ আছে বাকি!

মুখের সাদা দাঁড়ি কেঁটে দেখি
চোখের নিচের দাগ পড়েছে
চোখের ভ্রুতে পাক ধরেছে
কপালে ভাঁজ পড়েছে!

ভোরের দোয়েল ডাকা সকাল
এখনও দেখি জানালা খুলে
একমনে ডেকে চলছে
কাগজী লেবুর ডালে বসে!

ভাবি এটা-কি সেই দোয়েল
নাকি আগেরটির প্রজন্ম
যে এখনও নীলাকাশ দেখে
স্বপ্নের ঘোরে মেঘ বিহীন!

একটি মোবাইল বনাম অসহায় পিতামাতা

টনি উইলসন ডি' কস্তা

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম যেটা খুঁজি সেটা যেমন মোবাইল আবার ঘুমাতে বিছানায় যাবার পর সবশেষে যার সাথে আমাদের দেখা হয় সেটাও মোবাইল। না খেয়ে থাকা সম্ভব কিন্তু মোবাইলের স্ক্রিন না দেখে খুব কম সময়ই থাকা সম্ভব। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার জন্যই মোবাইল একটি ভ্যাকসিন অথবা একটি ঔষধ অথবা একটি মাদককে পরিণত হয়েছে। মন ভালো থাকলেও মোবাইল, মন খারাপ থাকলেও মোবাইল। সুখের সময়ও মোবাইল আবার দুঃখের দিনেও মোবাইল। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় মোবাইল আমাকে চালায় নাকি আমি মোবাইল চালাই!

এখন আসি আমাদের সন্তানদের কথায়। শিশুরা; বিশেষত তিন থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মোবাইল আসক্তি পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের জন্য একটি ভীষণ চিন্তার বিষয়। মোবাইল ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে আমরা এখন অনেক কিছুই জানি। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছি কেন অল্প বয়সেই শিশুরা মোবাইলের দিকে ঝুঁকে পড়ছে! আর কিভাবেই বা আমরা পিতা-মাতা বা অভিভাবকরা মোবাইল আসক্তি থেকে নিজেদের সন্তানদের ও অন্য সন্তানদের মুক্ত রাখতে পারবো! নিজের সন্তানকে যত্ন নিতে গিয়ে কিছু বিষয় আমি উপলব্ধি করেছি এবং কিছু কৌশলও অবলম্বন করেছি যা অনেকের ক্ষেত্রে কার্যকর হতেও পারে। আমার চিন্তা-চেতনা কারও উপকারে আসতেও পারে, তাই লিখে রাখলাম।

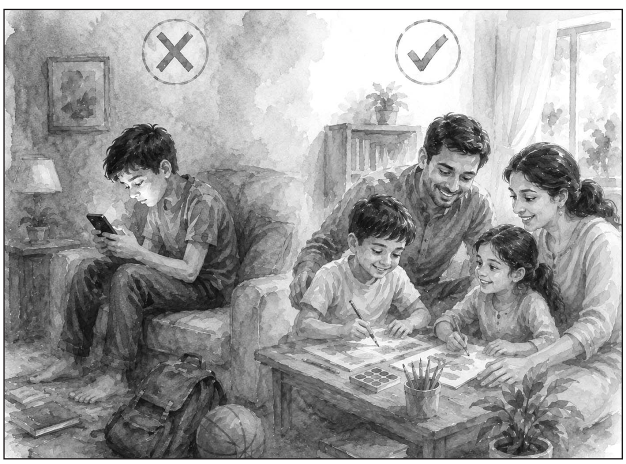

১. শিশু জেগে থাকা অবস্থায় তার সামনে মোবাইল ব্যবহারে সতর্ক থাকা। আমি খেয়াল করেছি যখন সন্তানের উপস্থিতিতে আমি মোবাইলে মনোযোগ দেই তখন সেও আমার পাশে আসে এবং দেখে আমি কি করছি! কি আছে এই যন্ত্রটার মধ্যে! কৌতুহল তৈরি হয়। পাশাপাশি পরিবারের অন্য সদস্যরাও যখন কেউ মোবাইল হাতে নেয় তখন আমার সন্তান তা পর্যবেক্ষণ করে। যখন বিষয়টি আমার নজরে আসে তখন উপলব্ধি করলাম শিশুদের মোবাইলে আসক্তির সূত্রপাত হয় এভাবেই। এখন ভাবতে শুরু করলাম সমাধান কি হবে! আমাদের তো মোবাইল ব্যবহার প্রয়োজন! অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, সন্তান জেগে থাকা অবস্থায় আমরা মোবাইলে ফোন রিসিভ করা আর জরুরী ফোন করা ব্যতীত নিজেদের ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। সন্তান যখন ঘুমাবে তখন ব্যক্তিগত কাজে মোবাইল ব্যবহার করবো। ফোন রেখে দেয়া শুরু করলাম ফ্রীজের উপর। মোবাইল সামনেও নাই তাই ফোনের চিন্তাও নাই। নিজেদেরকে ফোন থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সমাধান একটা পাওয়া গেল।

২. এই বয়সী শিশুরা সারাদিন খেলতে চায়, আর সারাদিন জিনিসপত্র, খেলনা সারা ঘর ছড়িয়ে বেড়ায় কিন্তু গুছিয়ে রাখে না। অনেক পিতামাতা ও অভিভাবক বিরক্ত বোধ করে এবং মোবাইল হাতে ধরিয়ে দেয় কারণ এর চেয়ে সহজ সমাধান আর নেই এবং শিশুকে আসক্তির দিকে ঠেলে দেয়। ভয়ানক বিষয় হলো এই যে, পরে দোষ দেয় সন্তানের উপর বা অন্য কারও উপর। সন্তানের সাথে আনন্দ নিয়ে খেলতে হবে, যতবার অগোছালো করবে ততবার গুছিয়ে রাখতে হবে। পিতা-মাতার ধৈর্য এবং শিশুদের সাথে সময় দেয়াই পারে মোবাইল থেকে দূরে রাখতে। যথাসম্ভব বিভিন্ন ধরণের, বিভিন্ন প্রকারের খেলনা, ব্লক, পাজল, হাতে তৈরি বিভিন্ন খেলনা শিশুদের দেয়া অতীব জরুরী। তাদেরকে খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখতে পারলে পিতা-মাতার পক্ষে সম্ভব মোবাইল হতে শিশুকে দূরে রাখা।

৩. প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিকে এড়িয়ে যাবার আসলে কোন সুযোগ নেই। বরং কিভাবে কৌশল অবলম্বন করে প্রযুক্তিকে শিশুদের শেখানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে তা আমাদের ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে। শিশুদের শিক্ষাদানে ডিজিটাল পদ্ধতি ও মাধ্যমগুলোর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুদের উপযোগী অনেক কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা হর-হামেশাই পাওয়া যাচ্ছে। শিশুদের আজকাল স্মার্ট টেলিভিশন-এ ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক উপযোগী ভিডিও দেখানো হচ্ছে ফলে অনেক বিষয়ে শিশুদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে। পাশাপাশি কম্পিউটার এর ব্যবহারও দিন দিন শিক্ষাক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা যখন বাসায় অফিসের কাজ করতে ল্যাপটপ খুলছি তখন শিশু আকৃষ্ট হচ্ছে। তাই প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার করে কিভাবে শিশুর বিকাশে ভূমিকা রাখা যাবে তা ভেবে দেখার সময় এখন। আমরা কি আবারও সহজ সমাধানের দিকে যাবো! নাকি শৃঙ্খলার মধ্যে শিশুদের রাখতে সচেষ্ট হবো! সারাদিন টেলিভিশন দেখতে দেয়া অবশ্যই কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য না। তাই সময় নির্ধারণ করে যত অল্প সময় দেয়া যায় ততই ভালো। শিশুকে যদি সারাদিন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত রাখতে পারি তাহলে আর টেলিভিশন দেখার প্রশ্নই আসবে না।

৪. মোবাইল আসক্তি'র কারণে বই পড়ার অভ্যাস অনেকের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। বই আমরা পড়ি মোবাইল স্ক্রিনে। আমাদের সন্তানদের যদি বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হয় তবে তা ছোট বয়সেই তাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। অনেক রঙিন বই শিশুদের হাতে তুলে দিতে হবে। তাদের সাথে বই নিয়ে বসতে হবে। বই পড়ে শোনাতে হবে। এই কাজগুলো অনেক কষ্টের মনে হয় অনেক পিতা-মাতা'র কাছে। তাই সহজ সমাধানের পথ বেছে নেয়। একবার ট্রেনে যাত্রাকালে একটা শিশুতোষ রঙিন বই কিনে তা নিয়ে সময় কাটাতে কাটাতে গন্তব্যস্থলে পৌছে গিয়েছিলাম। বাসায় শিশুর জন্য বই রাখার স্থান আছে, নির্দিষ্ট সময়ে বই নিয়ে তাদের সাথে সময় কাটানো অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৫. শিশুরা রং পছন্দ করে, লিখতে ও আঁকতে পছন্দ করে। তাই শিশুদের লেখা ও আঁকিবুকি'র জন্য সুযোগ তৈরি করা একান্ত দরকার। শিশুকে বোর্ড, খাতা, রং পেন্সিল ইত্যাদি উপকরণ দেয়া অত্যন্ত জরুরী। উপকরণগুলো পেলে শিশু ব্যস্ত থাকবে পাশাপাশি সৃজনশীলতা, লেখা ও আঁকার দক্ষতা বাড়বে। আপনার কাছে যেটা বর্ণ সেটা শিশুর কাছে একটি চিহ্ন মাত্র। সে জানেনা বর্ণ কি কাজে লাগবে, সে শুধুমাত্র খেলার ছলেই সেগুলো লিখবে, রং চিনবে এবং বিভিন্ন কিছু আঁকতে চেষ্টা করবে যেগুলো প্রতিনিয়ত সে দেখে।

৬. ইদানিং একটা বিষয় খুব বেশি দেখা যায় যে খাবার সময় শিশুর মোবাইল লাগবে। পিতা-মাতা ও অভিভাবকের জন্য খুবই কষ্টকর হয় সন্তানকে খাওয়ানো। কোন উপায়ন্তর না দেখে শেষে সহজ পদ্ধতি বেছে নেয়। শিশুরা কি খাচ্ছে তার স্বাদ কি কিছুই খেয়াল করেনা, শুধু মুখ দিয়ে খেয়েই যায়। তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পরিবারে সবাই মিলে একসাথে খাবার অভ্যাস ও নিজে তুলে খাবার অভ্যাস তৈরি করা জরুরী। কি রান্না হয়েছে, কোন খাবারের স্বাদ কেমন ইত্যাদি জিজ্ঞেস করা, আলাপ করার মাধ্যমে শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা যেতে পারে। পাশাপাশি শিশুরা অনেক সময় অন্য শিশুদের সাথে যখন থাকে তখন খাবার প্রতি আগ্রহ তৈরি হতে পারে।

৭. দিনদিন শিশুরা ঘরকুনো হয়ে পড়ছে। বাইরে খেলতে যাওয়া, দৌড়-ঝাঁপ করা. নিয়ম মাফিক বাইরে হাঁটতে যাওয়া ও আশেপাশের দর্শনীয় স্থানগুলোতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির দিকে অনেক সময় নজর দেয়া হচ্ছে না। নিয়ম করে প্রতিদিন শিশুদের সাথে বাইরে গেলে, তাদের বাহিরে খেলার সুযোগ তৈরি করলে বিশেষত অন্য শিশুদের সাথে খেলার সুযোগ করলে, বিভিন্ন কিছুর সাথে তাদের পরিচয় করাতে পারলে শিশুরা পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারবে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে বিশেষত শহর এলাকায় খেলার মাঠের সংকট প্রকট! তারপরও শহর অথবা গ্রাম যেখানেই হোক না কেন সুযোগগুলো খুঁজে নিতে হবে। বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানগুলোতে সাথে নিয়ে যাওয়া। ধর্মীয় চর্চা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে শিশুদের যুক্ত রাখার মাধমে আমরা শিশুকে আরও বেশী সামাজিক করে গড়ে তুলতে পারি।

আপনার ২৪ ঘন্টায় আপনি না হয় অফিস করেন, ঘরের কাজ করেন, বাজার করেন, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেন কিন্তু আপনার শিশু যার তেমন কোন কাজকর্ম নেই সে কিভাবে তার ২৪ ঘন্টা পার করবে সেটা কি কখনো ভেবেছেন? সে তো আপনার-আমার উপর নির্ভরশীল। তাই শিশুর ২৪ ঘন্টা কিভাবে অর্থপূর্ণভাবে কাটবে তা আপনাকে-আমাকে ভাবতে হবে এবং তাদের জন্য রুটিন তৈরি করা প্রয়োজন।

৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য একটি দৈনন্দিন রুটিন কোন কোন বিষয়গুলো রাখা যেতে পারে।

শারীরিক খেলা ও ব্যায়াম: দৌড়াদৌড়ি, লাফানো, ট্রাইসাইকেল চালানো বা বল খেলা তাদের পেশির বিকাশে সাহায্য করে।

সৃজনশীল কাজ: ছবি আঁকা, রং করা, ক্লে দিয়ে মডেল তৈরি বা ব্লক দিয়ে ঘর বানানো।

কল্পনার খেলা: পুতুল নিয়ে খেলা, ডাক্তার খেলা বা বিভিন্ন চরিত্রের সাথে পরিচিতি।

জ্ঞানমূলক শেখা: বর্ণমালা, সংখ্যা, ছড়া এবং ছোট গল্প শোনা বা পড়া।

সামাজিক দক্ষতা: সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে খেলা, খেলনা শেয়ার করা এবং সামাজিক আদব-কায়দা শেখা।

দৈনন্দিন কাজ: নিজে খাওয়া, পোশাক পরা, হাত ধোয়া এবং খেলনা গুছিয়ে রাখা।

পর্যাপ্ত বিশ্রাম: প্রতিদিন ১০-১৩ ঘন্টা ঘুমের ব্যবস্থা সাথে দুপুরের একটি ছোট ঘুম।

পুষ্টিকর খাবার: সময়মতো ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবার, ফল-মূল, শাক-সবজি, মাছ, ডিম, খিচুড়ি, দুধ ইত্যাদি খেতে দেয়া এবং বাহিরের অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিহার করা।

পিতা-মাতা বা অভিভাবক হিসাবে শিশুকে সময় দেয়া, কষ্ট ও ত্যাগস্বীকার করা, ধৈর্য ধারণ করা, শাস্তি নয় বরং শৃঙ্খলার চর্চা, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ও সকলে মিলেই শিশুর গঠনের এই গুরুত্বপূর্ণ বয়সে মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কথায় আছে "অতি আদরে বাদর" অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই আমরা শিশুদের সব চাহিদাকে পূরণ, শৃঙ্খলা না শেখানো, কষ্ট বুঝতে না দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আলাদা জগতে তাদের নিয়ে যাই যা শিশুর সার্বিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সর্বোপরি মনে রাখা দরকার, সবার জন্য একই সূত্র প্রযোজ্য নাও হতে পারে। নিজের সন্তানের জন্য উপযোগী সূত্র নিজেকেই আবিষ্কার করতে হবে। সূত্র আবিষ্কার করার জন্য নিউটন বা আইনস্টাইন হবার দরকার নেই শুধু প্রয়োজন শিশুর প্রতি সচেতনভাবে নজর রাখা এবং অবস্থা বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নেয়া।

(৬ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

আঘাত দেয় এমন কথাবার্তা বিয়েতে ব্যবহার করা নিজের স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা ও সম্মানের অভাবকে ইঙ্গিত করতে পারে। উত্তম কারণেই পিতর খ্রিস্টানদেরকে 'সমস্ত পরীবাদ ত্যাগ করিবার' উপদেশ দিয়েছিলেন। *(১ পিতর ২:১)* যে-গ্রিক শব্দকে "পরীবাদ" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে, সেটির অর্থ হল "অপমানজনক ভাষা।" এটি 'লোকেদেরকে কথার দ্বারা বিদ্ধ করার' ধারণা প্রকাশ করে। এটা এক অশান্ত জিহ্বার প্রভাবগুলোকে কত ভালভাবেই না বর্ণনা করে! অন্যদিকে, ধার্মিক ব্যক্তি এমন একজন ব্যক্তির মতো, যিনি যিশুর কথা অনুযায়ী কাজ করেন। তিনি 'একজন বুদ্ধিমান লোক... যিনি পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্মাণ করলেন।' যিশু বলেছিলেন, "বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল, ও সেই ঘরে আঘাত হানল, তবু তা পড়ল না, কারণ তার ভিত শৈলের উপরেই স্থাপিত ছিল।" *(মথি ৭:২৫)* এই রকমের ব্যক্তি দৃঢ় অর্থাৎ ঈশ্বরের নীতিগুলোর ওপর তার চিন্তা ও কাজগুলোর দৃঢ় ভিত্তি আছে। অপমানজনক কথাবার্তাকে হয়তো ততটা গুরুতর বলে মনে না-ও হতে পারে কিন্তু একজন স্বামী বা স্ত্রী যদি এই ধরনের কথাবার্তা ব্যবহার করেন, তা হলে কী ঘটে তা বিবেচনা করুন। নিজের সাথিকে বোকা, অলস অথবা স্বার্থপর বলার অর্থ প্রকাশ করে যে, তার সম্পূর্ণ চরিত্রকে একটা আখ্যা দিয়ে সারাংশ করা যেতে পারে আর তা এক মর্যাদাহানিকর আখ্যা! নিশ্চিতভাবেই এটা নিষ্ঠুর কাজ। আর অতিরঞ্জিত উক্তিগুলো সম্বন্ধেই বা কী বলা যায়, যেগুলো সাথির ত্রুটিগুলোকে বড় করে তুলে ধরে? "তুমি সবসময়ই দেরি করো" অথবা "তুমি কখনোই আমার কথা শোনো না," এই ধরনের বিবৃতিগুলো কি আসলেই অতিরঞ্জন নয়? এগুলো নিশ্চিতভাবে এক আত্মরক্ষামূলক প্রত্যুত্তর করতে বাধ্য করবে। আর এর ফলে হয়তো প্রচণ্ড তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে।*—যাকোব ৩:৫.*
দুষ্ট ও ধার্মিক ব্যক্তির মধ্যে আরও পার্থক্য তুলে ধরার আগে জ্ঞানী রাজা সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ এক সাবধানবাণী জানান। তিনি বলেন: "যে দাঁতের কাছে সির্কা ও চোখের কাছে ধূম, তেমনি আপন প্রেরণকর্থার কাছে অলস দূত।" *(প্রবচনমালা ১০:২৬)* অম্লরস দাঁতের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এর মধ্যে যে এসিটিক এসিড রয়েছে তার স্বাদ টক এবং এর ফলে একজনের দাঁত শিরশির করতে পারে। ধোঁয়ার জন্য চোখ জ্বলে ও ব্যথা করে। ঠিক একইভাবে কেউ যদি কাজের জন্য কোন অলস ব্যক্তিকে রাখেন অথবা তাকে দিয়ে কোন কাজ করান, তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য সেটা সত্যিই বিরক্তিকর হবে ও আর্থিকভাবে তার অনেক লোকসান হবে। *(চলবে)*

অন্বেষা

কর্ণেলিউস সোহেল গমেজ

অন্বেষা কখনো ভাবেনি, নীরবতাও একদিন এত ভারী হয়ে উঠতে পারে। সাত বছরের দাম্পত্য জীবনে সে শিখেছিল; সব কথা বলা যায় না, সব অস্বস্তি প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। কিছু বিষয় বুকের ভেতর চেপে রাখতেই হয়, ঠিক যেমন সে নিজের সৌন্দর্যকে চেপে রেখেছিল বছরের পর বছর। সে খ্রিস্টান পরিবারের মেয়ে। বিশ্বাস, সংযম ও আত্মসম্মান এই তিনটি শব্দ তার জীবনের ভিত্তি। তার স্বামী মেকি, গার্মেন্টসে এইচআর ব্যবস্থাপক, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের সমস্যা সামলে রাত হয়ে বাড়ি ফিরত। ব্যস্ততা, দায়িত্ব, বন্ধুবান্ধব এই তিনেই ঘেরা ছিল তার জীবন। সংসার তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, অগ্রাধিকার তালিকায় সব সময় প্রথমে থাকত না।

তিন বছর আগে মেকির ঘনিষ্ঠ বন্ধু জহির তাদের বাসায় সাবলেট হিসেবে উঠেছিল। শুরুতে অন্বেষা এটাকে সাময়িক বিষয় ভেবেছিল, হয়তো একদিন চলে যাবে। কিন্তু অল্পদিনেই সে টের পেয়ে ছিল - এই লোকটির চোখে শ্রদ্ধা নেই, আছে অদ্ভুত এক অধিকারবোধ। তার দৃষ্টি থেমে থাকত, কথার ভেতরে থাকত ইঙ্গিত।

মেকি তখন এসব দেখেনি, কিংবা দেখতে চায়নি। সে ভেবেছিল, বন্ধুই তো।

বাসায় মাঝেমধ্যে বন্ধুবান্ধবের আড্ডা বসত। মদের গন্ধে ঘর ভরে যেত। অন্বেষা তখন নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকত, চুপচাপ। সে বুঝতে পারত - কিছু চোখ তাকে মানুষ হিসেবে নয়, বস্তু হিসেবে দেখছে।

এই সময়েই সে জানতে পারে সে গর্ভবতী।

আনন্দের সঙ্গে জন্ম নেয় ভয়ও। কারণ জহিরের আচরণ তখন আরও বদলে যায়। সে নিজেকে এমনভাবে জড়াতে শুরু করে, যেন সে-ই সংসারের অংশ। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে, অকারণ খোঁজখবর নেয়। অথচ তার নিজের গ্রামে সদ্য বিয়ে করা স্ত্রী ছিল; যাকে সে সময় দিতে চাইত না।

একদিন সে অন্বেষার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "আমি তাকে ডিভোর্স দেবো। আমি তোমাকে চাই।"

অন্বেষার শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। সে কোনো উত্তর দেয়নি। নীরবতাই তখন তার একমাত্র ঢাল।

সবচেয়ে ভয়ংকর দিনটি এসেছিল হঠাৎ করে।

সেদিন মেকি বাসায় ছিল না। জহির সারাদিন মদ খেয়ে ছিল। সন্ধ্যার পর অন্বেষা শুনতে পেয়েছিল - তার দরজার সামনে কেউ পড়ে আছে। অসংলগ্ন কথা, দরজায় ধাক্কা, ঘরে ঢোকার চেষ্টা। অন্বেষা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। পেটের উপর হাত রেখে সে শুধু প্রার্থনা করছিল - নিজের জন্য নয়, গর্ভের সন্তানের জন্য।

পরদিন বিষয়টি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। জহিরের পরিবারের লোকজন এসে বাসায় ঝামেলা করে। মিথ্যা অভিযোগ তোলে; তার সাথে জহিরের সম্পর্ক আছে। একজন গর্ভবতী নারীর জন্য এই অপমান ছিল অসহনীয়।

আত্মীয় স্বজনের চাপ, পরিস্থিতির চরমতা; সব মিলিয়ে জহিরকে চলে যেতে হয়। যাওয়ার আগে সে শেষবারের মতো অন্বেষার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কণ্ঠে তখন আর আগের দম্ভ ছিল না। ছিল বিভ্রান্তি আর এক ধরনের পরাজয়।

সে বলেছিল, "তুমি আসলেই একজন ব্যতিক্রম ধর্মী মেয়ে। আমি তোমাকে অন্যরকম মনে করেছিলাম। আমি সরি।"

অন্বেষা কোনো উত্তর দেয়নি। সে জানত, এই 'সরি' অনেক দেরিতে এসেছে। তবু সেই কথাগুলো প্রমাণ করে দিল, সে কখনো ভুল ছিল না। তার নীরবতা দুর্বলতা নয়, তার মূল্যবোধই তাকে আলাদা করেছিল।

জহির চলে যাওয়ার পর মেকির চোখ খুলতে শুরু করে। সে প্রথমবার উপলব্ধি করে, বন্ধুত্বের অন্ধ বিশ্বাসে সে নিজের স্ত্রীকে কতটা অনিরাপদ করে তুলেছিল। ধীরে ধীরে সে বদলাতে থাকে। মদের আসর বন্ধ হয়। বন্ধুরা দূরে সরে যায়। অন্বেষার পাশে থাকা শেখে সে।

সমাজ থামেনি। প্রশ্ন, ফিসফিসানি, ইঙ্গিত; সবই ছিল। কিন্তু অন্বেষা আগের মতো ভাঙেনি। সে বুঝে গিয়েছিল, সমাজের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই।

প্রসবের দিন ভোরবেলায় হাসপাতালে করিডোরে দাঁড়িয়ে মেকি প্রথমবার সত্যিকারের অপেক্ষার মানে বুঝেছিল। যখন শিশুর কান্না ভেসে এলো, তার চোখ ভিজে উঠেছিল। অন্বেষা শিশুটিকে বুকে নিয়ে হালকা হাসল। সেই হাসিতে ছিল ক্লান্তি নয়, ছিল জয়।

সময় সব ক্ষত মুছে দেয়নি। কিন্তু অন্বেষাকে শিখিয়েছে, নিজের সীমানা টানতে হয়, নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই নিশ্চিত করতে হয়।

একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে আর শুধু সুন্দরী নারী নয় সে একজন মা, একজন বেঁচে ফেরা মানুষ। তার চোখে নতুন জাগরণ। নতুন শক্তি।

সে জানত সত্যিকার মুক্তি মানে শুধু দাম্পত্যে শান্তি নয়। মানে নিজের মূল্যবোধের জন্য দাঁড়ানো। মানে নিজের নাম ফিরিয়ে আনা।

এই গল্পের শেষ নেই। কারণ অন্বেষার জীবন এখনো চলছে।

তবে সে আর নীরব নয়।

সে এবার নিজের নামেই দাঁড়িয়ে আছে। ৯

মায়ের মন

মিলন ডি'রোজারিও

মায়ের গর্ভ থেকে আসে যে ধন
তাকে বলে নারী সেরা ধন
এতই কি সোজা মায়ের বুক থেকে
সন্তানকে করবে আলাদা
সন্তান যদিও বা করে ভুল
মা-কি পারে করতে এক-ই ভুল
বাবা-মায়ের ভালোবাসায় যাদের জন্ম
বাবার শাসন তাকে করতে পারে দমন
কিন্তু বাবার অবহেলা, অনাদর,
ঘৃণা সন্তানদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা হারিয়েই ফেলে
সম্পর্কের মধ্যে ধরলে ফাটল
কভু কি যায় তা ভোলা।
বাবার মন কঠিন হতে পারে
বাড়ী থেকে পারে তাড়িয়ে ও দিতে
কিন্তু মায়ের মন কি পারে তা মেনে নিতে
বাবা সন্তানদের সম্পর্কের দূরত্ব
দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে
মায়ের ভালোবাসা কি পারবে
সে দেয়াল ভাঙতে
বাবার কথা-ই শেষ কথা
আশীর্বাদের হাত থেকে বেড় হয় অভিশাপ
হে খোদা তুমি কি পারবে
বিভেদের দেয়াল ভেঙে ফেলে
ভালোবাসার সেতু তৈরি করতে।
মায়ের জীবন নিয়েইনা হয়
কর এ সমস্যার সমাধান
ভেঙে ফেলো এ বিবেধ ব্যবধান।

ডিহাইড্রেশন - লক্ষণ, কারণ এবং প্রতিরোধ

আপনি যা খান তার তুলনায় যখন আপনার শরীরে তরলের ব্যাপক ক্ষতি হয় তখনই আপনার শরীরে ডিহাইড্রেশন ঘটে। এই তরলগুলি প্রতিস্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি সাধারণ অবস্থা এবং যে কারোরই ঘটতে পারে, তা শিশু বা বয়স্ক মানুষই হোক না কেন। কিন্তু এই অবস্থাটি ছোট বাচ্চাদের এবং বৃদ্ধদের জন্য বিপজ্জনকও হতে পারে এবং তাদের তীব্রতার উপর নির্ভর করে অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

ডিহাইড্রেশন কি?

ডিহাইড্রেশন হল আমাদের শরীরে পানির স্বল্পতা লক্ষণ। যেহেতু আমাদের শরীরের প্রায় ৭০ ভাগই জল থাকে, তাই আমাদের নিজেদেরকে হাইড্রেটেড রাখতে হবে।

আমাদের তৃষ্ণার প্রক্রিয়ায় সাড়া দিয়ে জল খাওয়ার মাধ্যমে তরল পদার্থের ক্ষতি প্রতিস্থাপন করতে হবে। ডিহাইড্রেশন গুরুতর প্রতিক্রিয়া এবং অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা সমস্যার কারণ হতে পারে। নিজেদেরকে হাইড্রেটেড রাখলে এটা প্রতিরোধ হবে।

ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কী কী?

ডিহাইড্রেশনের প্রথম লক্ষণ হল তৃষ্ণা অনুভব করা এবং প্রস্রাব গাঢ় হওয়া এবং প্রস্রাব কম হওয়া। আমাদের প্রস্রাবের রঙ আমাদের হাইড্রেশন স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলির মধ্যে একটি। গাঢ় হলুদ প্রস্রাব ডিহাইড্রেশন নির্দেশ করে। যদি আপনার প্রস্রাব পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ হয়, তাহলে এর মানে হল যে আপনি হাইড্রেটেড কিন্তু তার জন্য নিয়মিত পানি পান করা উচিত।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে তৃষ্ণা অনুভব করার লক্ষণ ছাড়াই ডিহাইড্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন মানুষের সারা দিনে কমপক্ষে ২ লিটার জল খাওয়া উচিত। যখন বাইরের আবহাওয়া বিশেষ করে গরম হয়, তখন আপনার পানির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি বয়স অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হলো,

শিশু এবং ছোট শিশু:

প্রায় তিন ঘন্টার পরও শুকনো ডায়াপার।

জ্বালা এবং একাগ্রতা হারানো।

অশ্রুবিহীন কান্না।

শুকনো জিহ্বা এবং মুখ।

প্রসারিত বা শুষ্ক ত্বক

বড়রা:

প্রচন্ড পিপাসা লাগছে।

বিভ্রান্তির অবস্থা।

মাথা ঘোরা।

গাঢ় প্রস্রাব।

কম এবং ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া।

ক্লান্তি বোধ।

কখন ডাক্তার দেখাবেন?

প্রাপ্তবয়স্কদের ডিহাইড্রেশনের লক্ষণগুলি ছোট বাচ্চাদের এবং শিশুদের থেকে আলাদা হতে পারে, তবে এখানে কয়েকটি লক্ষণ রয়েছে যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে আপনাকে আপনার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এবং ডিহাইড্রেশনের জন্য নিজেকে চিকিৎসা করতে হবে:

২৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ডায়রিয়ায় ভুগছেন।

বিরক্ত বোধ করা, দিশেহারা হওয়া এবং আপনি সাধারণত যা করেন তার চেয়ে কম ঘুমানো।

কালো বা রক্তাক্ত মলমূত্র ত্যাগ।

আমার কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

ডিহাইড্রেশন প্রতিকার যায়। এই রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে আপনি নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারেন এমন অনেক উপায় রয়েছে।

আপনি যদি ইতিমধ্যেই কোনো অসুস্থতায় ভুগছেন, তাহলে আপনার তরল খাওয়ার পরিমাণ বাড়ানো।

যদি বমি হয়; আপনার অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

ওয়ার্কআউটের আগে, চলাকালীন এবং পরে হাইড্রেশন, খেলাধুলা করা বা কোনো তীব্র শারীরিক কার্যকলাপ করা অপরিহার্য।

আপনার ওয়ার্কআউট এবং ব্যায়ামের পরে ইলেক্ট্রোলাইট পানীয় গ্রহণ করুন।

গরম আবহাওয়ায় সরাসরি বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলুন।

আপনি দিনে প্রস্তাবিত পরিমাণে জল পান করুন।

নিজেদের হাইড্রেট করার কোন প্রতিকার আছে কি?

নিজেকে হাইড্রেট করার সর্বোত্তম উপায় হল ইলেক্ট্রোলাইট পানীয় গ্রহণ করা, এবং যদি এটি উপলব্ধ না হয় তবে আপনি বাড়িতে নিজের তৈরি করতে পারেন। আপনার শুধু প্রয়োজন:

একটি বোতলে ১ লিটার পানি

লবণ (আধা থেকে এক চা চামচ) এবং চিনি (২ চা চামচ) পানির সাথে মিশিয়ে নিন

উপরের থেকে তৈরি ইলেক্ট্রোলাইট আপনাকে আপনার শরীরের তরল প্রতিস্থাপন করতে এবং এটিকে হাইড্রেট করতে সহায়তা করবে। যাইহোক, যদি এটি ভালভাবে কাজ না করে, তাহলে আপনাকে অবিলম্বে চিকিৎসা সেবা নিতে হবে।

ডিহাইড্রেশন জন্য চিকিৎসা কি?

ডিহাইড্রেশনের সর্বোত্তম চিকিৎসা হল জল এবং ইলেক্ট্রোলাইটের সাহায্যে তরল ক্ষতি পূরণ করা। চিকিৎসার পদ্ধতি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে আলাদা হতে পারে এবং বয়স ও তীব্রতার সাথেও পরিবর্তিত হতে পারে।

শিশু এবং শিশুদের ক্ষেত্রে যারা জ্বর, ডায়রিয়া, বমি, এবং এর কারণে পানিশূন্যতায় ভুগছেন, তাদের মৌখিক রিহাইড্রেশন দ্রবণ দেওয়া যেতে পারে যাতে নির্দিষ্ট অংশে জল এবং লবণ থাকে। এই দ্রবণটি তাদের শরীরের তরল এবং ইলেক্ট্রোলাইটগুলি পুনরায় পূরণ করবে। যদি শিশুর ক্ষেত্রে হয়, তাহলে প্রতি ৫ থেকে ৬ মিনিটে বা তাদের সহ্য করার মতো এক চা চামচ জল দিয়ে খাওয়ানো শুরু করুন। গুরুতর ডিহাইড্রেশন হলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা ভাল।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও, এটি একই হওয়া উচিত। তরল এবং তরলজাত খাদ্য বৃদ্ধি করতে হবে, তবে শুধুমাত্র জল-ভিত্তিক তরল পান করা নিশ্চিত করুন। কোমল পানীয় এবং ফলের রস খাওয়া ততটা কার্যকর নাও হতে পারে।

আপনি যদি অত্যন্ত সক্রিয় হন এবং গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়ার সময় বাইরে ব্যায়াম করেন, তাহলে আপনার নিশ্চিত হওয়া উচিত যে আপনি পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ করছেন। ইলেক্ট্রোলাইটস এবং এমনকি গ্লুকোজ দ্রবণগুলি আপনার সক্রিয় সময়কালে আপনাকে হাইড্রেটেড রাখতে সহায়ক হবে।

এটি উল্লেখ্য যে গুরুতর ডিহাইড্রেশন শুধুমাত্র চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ এবং ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা যেতে পারে। তারা শিরায় (IV) তরল (যেমন: RL, NS ইত্যাদি) পরিচালনার সুপারিশ করতে পারে যা আপনাকে প্রয়োজনীয় তরল সরবরাহ করবে এবং দ্রুত ও কার্যকর পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করবে।

ডিহাইড্রেশন একটি চিহ্ন যে তরল ক্ষতির কারণে আপনার শরীর শুকিয়ে গেছে। এটি ব্যায়াম, ক্রিয়াকলাপ, গরম আবহাওয়া বা আগে থেকে বিদ্যমান কোনো অসুস্থতার কারণে হতে পারে। ডিহাইড্রেশন দ্রুত ঘটতে পারে এবং বিপজ্জনক হতে পারে যদি আপনি সময়মতো মনোযোগ না দেন এবং নিশ্চিত করেন যে আপনার শরীর পর্যাপ্ত তরল পায়।

তথ্য: *https://www.apollohospitals.com/bn/diseases-and-conditions/dehydration-signs-symptoms-causes-and-prevention*

আলোচিত সংবাদ

নবম ওআইসি মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদান

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী নারী বিষয়ক নবম ওআইসি মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলনে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল যোগদান করেছে। সোমবার (১৩/৭) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ইসলামাবাদের জিন্নাহ কনভেনশন সেন্টারে ১২ ও ১৩ জুলাই দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইয়াসমীন পারভীন এবং মন্ত্রীর একান্ত সচিব ড. মো. মাহমুদুল হক। এছাড়া পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খানও এ সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা-ওআইসি'র সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নিয়েছেন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান এবং ইরানের ডেপুটি হেড অব মিশন নাবি ওল্লাহ সিরাজি।

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/07/13/1274423

আগামী এক বছরে ৪১ লাখ নারী ফ্যামিলি কার্ড পাবেন: প্রধানমন্ত্রী

আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের ৪১ লাখ নারী ফ্যামিলি কার্ড হাতে পাবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, এতে প্রতিটি উপজেলায় গড়ে সাত হাজার নারী এই কার্ড পাবেন। পর্যায়ক্রমে আগামী পাঁচ বছরে তাঁর সরকার দেশের চার কোটি পরিবারের নারীদের হাতে এই কার্ড পৌঁছে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী সোমবার (১৩/৭) বরিশালের গৌরনদী উপজেলার বাটাজোর এলাকায় বৃক্ষরোপণ ও ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে দেওয়া প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সকাল ১০টার কিছু আগে সড়কপথে গৌরনদীর বাটাজোরে পৌঁছান। এ সময় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক ও গৌরনদী-সরিকল সড়কের দুই পাশে অবস্থান নেওয়া হাজার হাজার নেতা-কর্মী তাঁকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী পাঁচ বছরে সারা দেশে ২৫ কোটি গাছ রোপণ করা হবে। এখানে আড়াই হাজার গাছের চারা রোপণ করা হবে। উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'গাছ বড় হওয়া পর্যন্ত যে যতটুকু পারবেন, ততটুকু যত্ন করবেন।' এ সময় তিনি স্লোগান দেন, 'বৃক্ষরোপণে সাজাই দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ।'

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/s6vdl18t1g

বৃষ্টির পরও বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় (১৪ জুলাই ২০২৬)

টানা বৃষ্টির পর সাধারণত ঢাকার বায়ুমানের কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও এবার তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। সর্বশেষ বায়ুর মান সূচকে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় আবারও দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে রাজধানী ঢাকা। বর্তমানে শহরটির বায়ুমান জনস্বাস্থ্যের জন্য 'অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে রয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) সকালে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ারের (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ঢাকার এএকিউআই স্কোর ১৬৫। এই স্কোর অনুযায়ী রাজধানীর বাতাস অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।

https://www.bd-pratidin.com/city-news/2026/07/14/1274750

জাতীয় সংসদে ছয়টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন (১৪ জুলাই ২০২৬)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে ছয়টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে কণ্ঠভোটে প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়। সোমবার (১৩ জুলাই) হুইপ মো. নূরুল ইসলাম মনি পৃথকভাবে কমিটি গঠনের প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করেন। গঠিত কমিটিগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন কুমিল্লা-৬ আসনের বিএনপি সদস্য মো. মনিরুল হক চৌধুরী। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন কুমিল্লা-৯ আসনের বিএনপি সদস্য মো. আবুল কালাম এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-২৭-এর বিএনপি সদস্য জহরত আদিব চৌধুরী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের বিএনপি সদস্য মো. খালেদ হোসেন মাহবুব এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন, রাজশাহী-৩ আসনের বিএনপি সদস্য মোহাম্মদ শফিকুল হক মিলন। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছেন বরিশাল-৩ আসনের বিএনপি দলীয় সদস্য জয়নুল আবেদী।

https://www.bhorerkagoj.net/government/793843

আমদানিনির্ভর হয়েও হিলিয়াম রপ্তানিতে কেন নিষেধাজ্ঞা দিল চীন

মধ্যপ্রাচ্যে আবারও সামরিক সংঘাত শুরু হওয়ার আশঙ্কায় সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে অপরিহার্য হিলিয়াম গ্যাস রপ্তানিতে কার্যকর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে চীন। কিন্তু এই গ্যাসের মোট চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশ বা তারও বেশি আমদানি করতে হয় চীনকে। তারপরও বৈশ্বিক বাজারে হিলিয়ামের সরবরাহে নতুন সংকট দেখা দিতে পারে–এমন আশঙ্কায় তাৎক্ষণিকভাবে এই সিদ্ধান্ত নেয় বেইজিং। শুক্রবার (১০/৭) চীনের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। চলতি বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধের জেরে হিলিয়ামের ঘাটতি তৈরি হয়েছিল। এর ফলে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এমনকি চীনের কম্পানিগুলোও সমস্যায় পড়ে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে ব্যবহৃত দেশীয় চিপ উৎপাদনে চীন ক্রমেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে ওঠায় হিলিয়ামের গুরুত্ব আরো বেড়েছে।

https://www.kalerkantho.com/online/world/2026/07/10/1709566

জেন-জি বিক্ষোভে উত্তাল নেপাল, বালেন্দ্র শাহের পদত্যাগ দাবি (১৪ জুলাই ২০২৬)

যে তরুণ প্রজন্মের হাত ধরেই ক্ষমতায় এসেছিলেন বালেন্দ্র শাহ কিন্তু সেই জেন-জি বিদ্রোহেই এখন টালমাটাল নেপাল। বালেন্দ্র শাহের পদত্যাগ দাবি করছেন তারা। রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে দেশটির বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। ক্ষমতায় আসার এক বছর না পেরোতেই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হলো বালেন্দ্রকে। গত এপ্রিল থেকে কাঠমাণ্ডুসহ নেপালের বিভিন্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে সরকার। প্রশাসনের দাবি, প্রায় ২ হাজার ৬০০ বস্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরছাড়া প্রায় ১৫ হাজার মানুষ। তাদের ঠাঁই হয়েছে আশ্রয়কেন্দ্রে। এর মধ্যে গত ২ জুলাই নেপাল সরকার নির্দেশ দেয়, ৬ জুলাইয়ের মধ্যে সব আশ্রয়কেন্দ্র খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেও অন্তত ৬০টি পরিবার মানতে অস্বীকার করে। এ নিয়ে ছোটোখাটো বিক্ষোভ চলছিল। তবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শুক্রবার। কাঠমাণ্ডুর একটি আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল ১৫০ জনকে। সেখানে বন্যার পানি ঢুকে যাওয়ায় তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় নিরাপত্তা বাহিনী। শনিবার (১১/৭) পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যায় জেন-জিদের একটি দল সেখানে পুলিশি লাঠিচার্জের স্বীকার হয় তারা। গুরুতর আহত হয় এক আন্দোলনকারী। এর পরেই নেপাল জুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

https://www.ittefaq.com.bd/798338/

হরমুজ দখলে নিয়ে ২০ শতাংশ শুল্ক চালুর ঘোষণা ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলায় নতুন করে আবার মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। চলমান উত্তেজনার জেরে হরমুজ প্রণালি দিয়ে সব ধরনের জাহাজ চলাচল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ইরান। এর পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে তেহরানের জাহাজের ওপর পুনরায় কঠোর অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে এই নৌ রুট দিয়ে চলাচলকারী অন্যান্য সব দেশের জাহাজের ওপর ২০ শতাংশ নিরাপত্তা ফি বা শুল্ক আদায়ের ঘোষণাও দিয়েছেন তিনি। সোমবার দেওয়া এক বিশেষ ঘোষণায় তিনি এই নতুন পদক্ষেপের কথা জানান।

https://www.ittefaq.com.bd/798338/

ছোটদের আসর

ঐক্যই শক্তি

অনেক দিন আগে এক ঘন জঙ্গলে এক ঝাঁক পায়রা বাস করত। সেই ঝাঁকে একটি খুব জ্ঞানী বুড়ো পায়রা ছিল। সব পায়রা সেই জ্ঞানী পায়রাটিকে সম্মান করত ও ভালোবাসত। দিনের বেলায় পায়রাগুলো খাবার ও জলের খোঁজে সারা জঙ্গল জুড়ে উড়ে বেড়াত আবার প্রতিদিন সন্ধ্যা নামার আগেই তারা তাদের বাসায় ফিরে আসত।

একদিন খাবার খুঁজতে গিয়ে পায়রাগুলো মাটিতে ধান ও চালের দানা ছড়ানো দেখতে পেল। সব পায়রা একসঙ্গে নিচে উড়ে গিয়ে চালের দানাগুলো খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

কিন্তু চালাক পায়রাটির কাছে এটা ভালো বুদ্ধি বলে মনে হলো না। তার সন্দেহ হলো যে এটা কোনো পাখি শিকারির পাতা ফাঁদ হতে পারে। সে ভাবতে লাগলো, “এই ঘন জঙ্গলে এত ধান ও চালের দানা কী করে পাওয়া যাবে!”

সে অন্য সব পায়রাকে নিচে নেমে ধান ও চালের দানাগুলো খেতে বারণ করার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউই তার কথা শুনল না, কারণ তারা খুব ক্ষুধার্ত ছিল।

এটা আসলেই একটা ফাঁদ ছিল। এক পাখিশিকারি পায়রা ধরার জন্যই জালটি পেতে রেখেছিল। পায়রাগুলো উড়ে এসে জালের উপর বসে চাল খেতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দেখল যে তাদের পা জালে আটকে যাওয়ায় তারা নড়তে পারছে না।

বুদ্ধিমান পায়রাটি নিচে না নেমে কাছের একটি গাছের ডালে বসার সিদ্ধান্ত নিল।

পাখি শিকারীটি জালে আটকে পড়া পায়রাগুলোকে দেখল। “আরে! এতগুলো পায়রা। এদের খাঁচায় ভরে বাজারে বিক্রি করব!”, এই বলে সে খিলখিল করে হেসে জালে আটকে পড়া পায়রাগুলোর দিকে দৌড়ে গেল।

বুদ্ধিমান পায়রাগুলো দেখল পাখি শিকারী তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পায়রাগুলো মরিয়া হয়ে জালটা নিজেদের দিকে টেনে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল। “এখন আমরা কী করব? যতই চেষ্টা করি না কেন, এই জাল থেকে বের হতে পারছি না”, তারা কেঁদে বলল। “দয়া করে আমাদের বাঁচান”, তারা বুদ্ধিমান পায়রাটির কাছে মিনতি করল।

“জালটা নিজের দিকে টানা বন্ধ করো। তার বদলে, একসাথে উড়ে গিয়ে জালটা নিজেদের সাথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো”, সে উপদেশ দিল। সব পায়রা কথা মতো কাজ করল। তারা একসাথে ডানা ঝাপটাতে শুরু করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পায়ে জালটা আটকে রেখেই উড়তে লাগল। পাখি শিকারী এই ঐক্যের কাজটি দেখে হতবাক হয়ে গেল।

বুদ্ধিমান পায়রাটি জালসহ পায়রার পুরো ঝাঁকটিকে তার বন্ধু ইঁদুরের বাড়িতে নিয়ে গেল। সে ইঁদুরটিকে পুরো ঘটনাটি খুলে বলল এবং সাহায্য চাইল। যদিও ইঁদুরটির ওড়ার জন্য ডানা ছিল না কিন্তু তার কাছে এমন কিছু ছিল যা পায়রাদের সেই মুহূর্তে খুব দরকার ছিল, আর সেটি হচ্ছে ধারালো দাঁত। সে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে পড়ল এবং পুরো জালটি কেটে সব পায়রাকে মুক্ত করে দিল।

পায়রাগুলো সাহায্যের জন্য ইঁদুরকে ধন্যবাদ জানালো। তারা তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য জ্ঞানী পায়রাকেও ধন্যবাদ জানালো। জ্ঞানী পায়রা বললো, “ঐক্যের অনেক শক্তি। যতক্ষণ তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তোমাদের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। তোমাদের এই ঐক্যের কারণেই আজ তোমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে।”

স্বপ্ন নিয়ে বেশ কিছু মজার তথ্য

অনেকেই মনে করে স্বপ্ন নাকি সাদা-কালো হয়। কিন্তু এ ধারণাটা মোটেই ঠিক না। শতকরা মাত্র ১২ ভাগ লোক সাদা-কালো স্বপ্ন দেখেন। বাকিদের স্বপ্নে ধরা দেয় নানা রং।

আমরা যে স্বপ্ন দেখি তার অধিকাংশই হারিয়ে ফেলি বা ভুলে যাই। তবে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যদি কোনো স্বপ্ন দেখি তাহলে তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সবই মনে থাকে। সাধারণত ভোরের স্বপ্নগুলো এমন হয়।

এমন মানুষ খুব কমই আছে যারা রাতে মাত্র একটা স্বপ্ন দেখেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন মানুষ প্রতিরাতে পাঁচ থেকে সাতটি স্বপ্ন দেখেন। কখনো কখনো তা ডজনও ছাড়িয়ে যায়।

স্বপ্ন নিয়ে আরেকটি মজার তথ্য হলো- তিন বছরের নিচে কোনো শিশু স্বপ্ন দেখে না। আর তিন থেকে আট বছরের শিশুরা যে স্বপ্ন দেখে তার বেশির ভাগই দুঃস্বপ্ন।

আপনি কি জানেন? অন্ধরাও স্বপ্ন দেখেন। যারা জন্মান্ধ নয়, জন্মের পর কোনো কারণে অন্ধ হয়ে গেছে তাদের স্বপ্ন দৃশ্যযোগ্যই হয়।

স্বপ্নে আমরা এমন অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখি যা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি। বিষয়গুলো ব্যক্তি মানুষের ওপর নির্ভর করে। যা আমরা বাস্তবে বা টিভিতে দেখি, কিন্তু যেগুলো ঠিক মনে করতে পারি না। আমাদের অবচেতন মনের কোনো এ কোণায় তা হয়তো জমা থাকে। আর স্বপ্নে এরই প্রতিফলনই দেখতে পাই আমরা।

শুধু মানুষই নয়, স্বপ্ন দেখে পশুরাও। পশুদের ওপর পরিচালিত আলাদা গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ ঘুমের সময় স্বপ্ন দেখলে যে কার্যকলাপগুলো করে, স্বপ্ন দেখা অবস্থায় পশুদের মস্তিষ্কের কার্যক্রমও মানুষের মতোই হয়।

আপনি যদি লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন যে একটি কুকুর যদি ঘুমের মধ্যে তার থাবা নাড়ায় তার অর্থ সে স্বপ্নে দৌড়াচ্ছে। যদি লক্ষ করেন কুকুরটি ঘুমের ভেতর শব্দ করছে তার মানে হলো সে স্বপ্নে কোনো কিছু দেখে ঘেউ ঘেউ শব্দ করছে।

https://bissherjanaojanatottho.blogspot.com/2017/07/blog-post.html

যিশু বাউল

বর্ণের খেলাঘর

বর্ণে বর্ণে মিলন
শ্রুতির শব্দ সুন্দর
শব্দের সমাহারে বাক্য তৈরি
কথা-বার্তায় যোগাযোগ করি।

দিক-বিদিক ছড়িয়ে পড়ে
শব্দ-বার্তার কোলাহল
হৃদয় গহিনে ফুল ফোটে
শব্দের খেলাঘরে কতশত।

বন্ধুত্ব-প্রেম-প্রণয়
কথা বলে হৃদয়ে হৃদয়ে
নীরব-নিথর বাস্তবতা
জেগে উঠে শব্দের মিলন বন্ধনে।

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ

সিস্টার আন্না মানার, ও শাখী চিরান সিএসসি: গত ১৯ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের জন্য একটি আনন্দঘন ও উৎসবমুখর দিন ছিলো। এ দিনে সিস্টার লোপা হাজং সিএসসি মণ্ডলী ও পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, তেজগাঁও-এ ব্রতীয় খ্রিস্টযাগ ও চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ব্রতবাণী গ্রহণ করেন নেত্রীবৃন্দের সদস্যা সিস্টার ভেরোনিকা ফাজার্ডো সিএসসি। এছাড়া চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টার হলেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর আন্তনী আরেং এবং মিসেস বিউটি হাজং এর ৪র্থ তম সন্তান লোপা হাজং সিএসসি। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি এবং তাকে সহযোগিতা করেন অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি। পবিত্র মঙ্গলবাণীর আলোকে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি বলেন, বর্তমান জগতের জাগতিক ভোগ বিলাসিতার মধ্যেও যিশু আমাদেরকে নাম ধরে ডাকেন মায়ের গর্ভ থেকেই। যিশুকে কাছে পাওয়ার জন্য আমাদের জীবনে যে বাধাগুলো আসে তাই আমাদের জীবনের ক্রুশ। ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সংযুক্ত থাকা, যিশুর বাণী অনুসারে একসাথে পথ চলা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি ও বাস্তবায়ন করার উপর বিশেষ গুরুত্বোরোপ করা আবশ্যক। এই মহতী অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রদেশীয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারগণ ও চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ উপস্থিত ছিলেন। তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জার পালপুরোহিত ফাদার জয়ন্ত গমেজ খ্রিস্টযাগ শেষে অনুভূতি প্রকাশ করেন। অতঃপর সিস্টার পুষ্প গমেজ সিএসসি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টার এর পিতামাতাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর কীর্তনের মাধ্যমে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারকে গির্জা থেকে বরণ করে তেজগাঁও কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিরব্রত গ্রহণকারী সিস্টার লোপাকে পরিবারের পক্ষ থেকে কুতুব ও কটি পরিয়ে সম্মানিত করা হয়। শেষে সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে চিরকালীন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো মধ্যদিয়ে দিবসব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বোর্ণী ধর্মপল্লীতে বার্ষিক পালকীয় সম্মেলন

রনি রোজারিও: গত ১০ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে, বোর্ণীর শক্তিমতি কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে আয়োজিত বার্ষিক পালকীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই পালকীয় সম্মেলনে ফাদার পিউস নিকো গমেজ বলেন, খ্রিস্টবিশ্বাসে আমরা সকলেই দীক্ষিত হয়েছি। দীক্ষিত খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই খ্রিস্টবাণী প্রচারে প্রেরিত হয়েছি। নিজ নিজ পরিবার, সমাজ ও ধর্মপল্লীতে আদর্শ খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করে নিজ নিজ জীবনাদর্শ দিয়ে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও ভালোবাসার বাণী সকলের কাছে প্রচার করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব"। উক্ত পালকীয় সম্মেলনের মূলসুর ছিল রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ মহোদয়ের পালকীয় পত্র-২০২৬ এর আলোকে "খ্রিস্টবিশ্বাসে আমরা প্রেরিত; হায়রে আমি মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি।" এতে মূলসুরের উপরে প্রধান বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার পিউস নিকো গমেজ। উক্ত সম্মেলনে মোট ১৪৫ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধন প্রার্থনা, প্রদীপ প্রজ্বলন ও উদ্বোধনী নৃত্যের পর পালপুরোহিত ফাদার বাবলু কোড়াইয়া সকলকে স্বাগতম জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর ফাদার পিউস নিকো গমেজ মূলসুরের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্যমালা শেষে বিশপ মহোদয়ের পালকীয় পত্র ও ধর্মপল্লীর বাস্তবতার আলোকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে অংশগ্রহণকারীগণ পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। দলীয় আলোচনায় পরিবার, সমাজ ও ধর্মপল্লীতে আদর্শ খ্রিস্টীয় জীবন যাপন এবং বাণী প্রচারসহ বিভিন্ন বাস্তব বিষয়াদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। দলীয় আলোচনার পর প্রত্যেকটি দল তাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে সকলকে আলোকিত করেন। এরপর উন্মুক্ত আলোচনায় ধর্মপল্লী ও মণ্ডলীর কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ, আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠন, পরস্পরের কাছে পুনরায় মঙ্গলবাণী ঘোষণা এবং বাস্তব জীবনাদর্শ দিয়ে অখ্রিস্টান ভাই-বোনদের মাঝে খ্রিস্টের ভালোবাসার বাণী প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়াদি উঠে আসে। উন্মুক্ত আলোচনা শেষে সকলেই পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। পালপুরোহিতের ধন্যবাদ বক্তব্য ও দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে উক্ত পালকীয় সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

বান্দরবানে সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস

জেভিন ত্রিপুরা: টানা এক সপ্তাহের অতিভারী বর্ষণ এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে বান্দরবানে সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস। জেলার নিম্নাঞ্চল থেকে শুরু করে বহু দুর্গম পাহাড়ি এলাকা পানিতে তলিয়ে গেছে। অসংখ্য বসতঘর, কৃষিজমি, রাস্তাঘাট ও জীবিকার উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাজার হাজার পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘর ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্র কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এখনও অসংখ্য মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় পানি, খাদ্য, ওষুধ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর তীব্র সংকটে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এই দুর্যোগের মধ্যেই ১১ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে Jesus Youth Bandarban Team সারাদিনব্যাপী বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩০০-৪০০ লিটার বিশুদ্ধ পানীয় পানি পৌঁছে দিয়েছে। সীমিত সামর্থ্য ও সীমিত সম্পদ নিয়েও স্বেচ্ছাসেবীরা ঝুঁকি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। কারণ দুর্যোগের সময় এক ফোঁটা বিশুদ্ধ পানিও একটি পরিবারের জন্য জীবন বাঁচানোর সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবতা অত্যন্ত কঠিন।

বন্যা চলাকালীন সময়ে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ত্রাণ নিয়ে এগিয়ে আসেন। তবে পানি নেমে যাওয়ার পরই শুরু হয় প্রকৃত সংগ্রাম। তখন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নতুন করে ঘর নির্মাণ করতে হয়, নষ্ট হয়ে যাওয়া আসবাবপত্র, খাদ্যশস্য, পোশাক, শিক্ষা উপকরণ ও জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ ঠিক এই সময়েই ত্রাণ কার্যক্রম ধীরে ধীরে কমে যায়। ফলে অনেক পরিবার দীর্ঘ সময় ধরে অনিশ্চয়তা ও কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয়।

আরও একটি বড় বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ ত্রাণ এমন এলাকায় পৌঁছায় যেখানে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে বা সহজে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু বান্দরবানের অসংখ্য দুর্গম পাহাড়ি গ্রাম, যেখানে এখনো যানবাহন পৌঁছাতে পারে না, অনেক স্থানে মোবাইল নেটওয়ার্কও নেই, সেখানে অসংখ্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এখনো পর্যাপ্ত সহায়তা থেকে বঞ্চিত। তাদের অনেকের খবরও বাইরের পৃথিবীর কাছে পৌঁছায় না।

এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে Jesus Youth Bandarban দুর্গম ও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে জরুরি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের লক্ষ্য কেবল তাৎক্ষণিক সহায়তা নয়; বরং যেসব পরিবার সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পথেও পাশে দাঁড়ানো।

আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী, চার্চ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং দেশ-বিদেশের মানবিক মানুষদের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি–এই মানবিক উদ্যোগে অংশীদার হোন। আপনার সামান্য সহযোগিতাও একটি ক্ষুধার্ত পরিবারের খাবার, একটি শিশুর বিশুদ্ধ পানীয় পানি, কিংবা একটি অসহায় পরিবারের নতুন করে বেঁচে থাকার আশার কারণ হতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের পরিচয় দেখে আসে না; তাই আমাদের মানবিকতাও যেন কোনো সীমারেখায় আটকে না থাকে। আজ যারা বিপদে আছে, আগামীকাল হয়তো আমরাই তাদের জায়গায় থাকতে পারি। এই সময় একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

Jesus Youth Bandarban বিশ্বাস করে–মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই খ্রিস্টের ভালোবাসা সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। তাই আমরা প্রার্থনা করি, ভালোবাসা ও মানবতার এই যাত্রায় আরও অনেক সহযাত্রী আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন।

ভাওয়ালে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্লাটিনাম জুবিলী বিষয়ক সেমিনার

ফাদার লিয়ন রোজারিও: গত ৩ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে, শুক্রবার ভাওয়ালে আঞ্চলিকভাবে পানজোড়াতে প্রায় ১৪ জন ফাদার, প্রায় ২০ জন সিস্টার, দুই জন সেমিনারীয়ান'সহ মোট ৭৫০ জন খ্রিস্টভক্ত নিয়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্লাটিনাম জুবিলী বিষয়ক সেমিনার করা হয়। সকাল ৯টা থেকে ভাওয়াল অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ফাদার, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণ পানজোড়া সাধু আন্তনী চত্বরে আসতে শুরু করে। ৯:৩০ মিনিটে ভাদুন ধর্মপল্লীর পরিচালনায় প্রার্থনা দিয়ে সেমিনার শুরু করা হয়। ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার স্টানিসলাস গমেজ সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বাণী রাখেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাস, সফলতা ও ব্যর্থতা ইত্যাদির উপর সহভাগিতা করেন ফাদার প্রশান্ত টি. রিবেরু। তিনি খুব সুন্দরভাবে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ইতিহাস, বিভিন্ন বিশপ ও আর্চবিশপদের অবদান তুলে ধরেন। টিফিনের পরে দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর ছোট ছোট মেয়েরা সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন করেন। এরপর ফাদার প্রশান্ত টি. রিবেরু তার সহভাগিতা চালিয়ে যান। এছাড়া কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত সুন্দরভাবে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার প্রশান্ত টি. রিবেরু। খ্রিস্টযাগের শেষে ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন ভাওয়াল আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের সভাপতি ফাদার স্টানিসলাস গমেজ। পরিশেষে দুপুরে খাবারের মধ্য দিয়ে সেমিনার শেষ করা হয়।

১১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ফাদার
বকুল এস রোজারিও সিএসসি

জন্ম : ১৮ জুলাই, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৪ জুলাই, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম -

২৪ জুলাই, এই দিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই; তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে, আছো তোমার অসংখ্য ছাত্র এবং প্রিয়জনদের হৃদয়ে। আমরাও বেঁচে আছি তোমার আদর, স্নেহ ও ভালোবাসাকে সম্বল করে।

তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন, আমরা তোমার ভাল কাজ, ভালোবাসা, উদারতা, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করতে পারি এবং ভালোবাসা, একতায়, মিলন ও শান্তিতে একত্রে বাস করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমারই শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৪৩/২৬

BOOK POST

আলো বার্নাডেট সিকদারের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

Grieving the loss of a loved one. বিগত ১৯ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আজ স্বর্গবাসী। তোমাকে হারানোর পর তোমার অতি আদরের দুই পুত্র ও এক পুত্র বধূকে নিয়ে যার পর নাই সুখ ও দুঃখ নিয়ে জীবন-যাপন করছি। তোমার এই শূন্যতা আমরা কখনও ভুলতে পারবনা। তুমি অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলে। তুমি একজন আদর্শ শিক্ষিকা ছিলে। তুমি অনেক ভাল রান্না করতে পারতে। তুমি ভাল আর্ট করতে পারতে। ভাল সেলাইয়ের কাজ করতে পারতে। ভাল বিভিন্ন রকমের মিষ্টি বানাতে। তুমি অনেক সুন্দর করে শাড়ী পড়তে পারতে। তোমার কাছ থেকে অনেকেই শাড়ী পড়া শিখেছে।

তুমি অনেক অনেক পরিশ্রমী একজন নারী ছিলে। আমরা দুইজনে কয়েক বছর মর্নিং গ্লোরী স্কুলে শিক্ষকতা করি। পরবর্তীতে দু'জন মিলে ছোট সন্তানের নামে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে নিউটন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। তুমি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট তুমি খুবই একজন জনপ্রিয় শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলে। আজ তোমার অনেক ছাত্র-ছাত্রী দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

পরবর্তীতে আমরা দু'জন মিলে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে নিউটন ছাত্রী হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করি। তুমি ছাত্রী হোস্টেলের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলে। আমাদের হোস্টেলে শুধুমাত্র হলিক্রস কলেজের ছাত্রীরা থাকত। ছাত্রীরা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো। তুমি সামাজিক কাজেও অংশ নিয়েছিলে, তুমি তেজগাঁও জপমালা রাণীর গির্জায় উপসনা কমিটির সদস্যা হিসেবে সিস্টার বাসনার সাথে কাজ করেছিলে। তুমি পূর্বপশ্চিম তেঁজতুরি বাজার গানের দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে প্রতি শনিবার খ্রিস্টযাগে বাইবেল পাঠ ও গান পরিবেশনে অংশ নিতে। এছাড়াও তুমি ঢাকা ক্রেডিটের নারী কমিটির যুগ্ম আহবায়কের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলে। তোমার এ কাজগুলো সবই আজ মনে পড়ে। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমি ধ্রুব ও নিউটন তোমার কথা মনে করি।

আমার পরিবারের সকলকে তুমি আপন করে নিয়েছিলে এবং কম বেশী সকলকে সাহায্য ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে। অনেক ছেলে ও মেয়েকে টিউশনি দিয়ে সাহায্য করেছিলে এতে তাদের অনেক উপকার হয়েছে। আমার বাবা-মা তোমাকে অনেক আদর ও স্নেহ করত। বাবা-মার অসুস্থ্যতায় তারা দু'জনে ঢাকায় আমার বাসায় ছিলো। সেবা যত্ন করেছো যা বলার অপক্ষো রাখেনা। আমরা ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে স্ব-পরিবারে আমেরিকা চলে আসি এখানে আসার পর আমার শ্বশুর মহাশয় অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রায় দুই বছর তুমি তোমার বাবার অনেক সেবা যত্ন করেছ। সবাই বাবা-মার সেবা যত্ন করতে পারবে না। তুমি ভাগ্যবতী আমার বাবা-মা এবং তোমার বাবার অসুস্থতায় অনেক সেবা যত্ন করেছো। আমি প্রার্থনা ও বিশ্বাস করি তুমি তাদের সঙ্গে পরম পিতার কাছে স্বর্গবাসী হয়েছ।

My wife was a very special person in my life who brought love, care and happiness everyday. She supported me in all situation and stood by me in both good and difficult times. Her kindness, patience and understanding made our relationship strong and meaningful. She managed our home with dedication and spreads positionty around her. I always respect and deeply apricated her all efforts. She is not only my wife but also best friend Together we shared our dreams and overcome all challenges. And also we respect one each other.

মৃত্যু আমাদের অনিবার্য। তুমি যখন জন্মেছ তখন তোমাকে মরতেই হবে। এটাই চিরন্তর সত্য ও বাস্তব। মৃত্যু আসলে কোন সমাপ্তি নয় বরং জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার। পৃথিবীতে মানুষ কাঁদতে কাঁদতে জন্মায়; অভিযোগ করতে করতে কাটে, আফসোস করতে করতে মৃত্যুবরণ করে, এটাই বাস্তবতা। মানুষ পৃথিবীতে খুবই ক্ষণস্থায়ী। তাই তুমি পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে অনেক কিছু রেখে গেছ যা তোমার নামটা পৃথিবীর হৃদয়ে থেকে যাবে। তোমার স্মৃতি থেকে যাবে পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। তোমার স্মৃতিকে উদ্দেশ্য করে বলি-

"এ বিশ্ব পরিবারে কেহ কারো নয়।
দু'দিনের দুনিয়ায় করি শুধু অভিনয়।
দেশের মানুষ দেশে গিয়েছে তাকে
কেন মায়া করি" ক্ষমা কর আমাদের।

স্বামী: দানিয়েল সিকদার
ছোট ছেলে: দ্রুত নিউটন সিকদার
মেরীল্যান্ড, আমেরিকা।

বড় ছেলে: মার্ক ধ্রুব সিকদার
পুত্র বধূ: জুন সিসিলিয়া সিকদার
সান দিয়াগো, ক্যালিফোর্নিয়া,
আমেরিকা।

বিজ্ঞ/১৪১/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org